জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র

পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ ২০২১

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র
পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ, মে ২০২১

প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৪
পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ, মে ২০২১
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ
কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি
স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়
টেকনিক্যাল: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
মুদ্রণ ও প্রকাশনা: জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)

কপিরাইট
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এ প্রকাশনা অথবা এর অংশবিশেষ স্থানীয় সরকার বিভাগের স্বীকৃতিসহ ব্যবহার করা যাবে।

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকার। এ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি) এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ ও পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সেক্টরের (ওয়াশ) অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে 'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০১৪' পরিমার্জন ও হালনাগাদ করেছে। এটি স্থানীয় সরকার বিভাগের সময়োচিত এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) পরবর্তী নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে পরিমার্জিত 'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০২১' এ বাংলাদেশের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সেক্টরের একটি সমন্বিত কাঠামো প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। জাতীয় এ কৌশলপত্রটির লক্ষ্য হলো সুস্বাস্থ্য ও উন্নত জীবন গড়তে অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ সকলের জন্য নিরাপদ ও টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবা নিশ্চিত করা। এ কৌশলপত্রটি নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা এবং স্বাস্থ্যবিধি চর্চা নিশ্চিতকরণে আগামী দিনের পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে এ কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণে একটি ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকল পর্যায়ের অংশীজনের মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণে অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে ওয়ার্কিং কমিটি, সেক্টর বিশেষজ্ঞগণ এবং জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামের সদস্যগণকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আশাবাদী যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সুশীল সমাজ গণমাধ্যমের প্রতিনিধিসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিমার্জিত এ কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন পূরণে অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জনে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশেষ করে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে আমাদের অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। পানি সরবরাহ সেবা সম্প্রসারণ এবং উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগের হার প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনার মত উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন সত্ত্বেও সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, ঘন জনঅধ্যুষিত শহর এবং দুর্গম ও পিছিয়ে থাকা (হার্ড-টু-রিচ) উপকূল ও আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান এবং যথাসময়ে তহবিল সংগ্রহ।

'কাউকে পিছনে ফেলে নয়' এ ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আলোকে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ 'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০১৪' পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ওয়াশ সেক্টরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি'কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য ওয়াটারএইড বাংলাদেশ, ইউনিসেফ এবং ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি প্রত্যাশা করি পরিমার্জিত 'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০২১' এর ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অংশীজন, সরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ওয়াশ সেক্টরের চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরিমার্জিত 'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০২১' বাংলাদেশে এসডিজি-৬ অর্জনে সহায়ক হবে এবং আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হব।

হেলালুদ্দীন আহমদ

অতিরিক্ত সচিব
পানি সরবরাহ অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগ

মুখবন্ধ

ওয়াশ সেক্টরের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ‘জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র হালনাগাদ ও পরিমার্জন করা হয়েছে। মূল কৌশলপত্রটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২০১৪ সালে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছিল। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে অনেক সাফল্য থাকা সত্ত্বেও সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করা এখনো আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ‘জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র’ পরিমার্জনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োচিত পদক্ষেপ। আমার বিশ্বাস পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত এ কৌশলপত্রটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

এ জাতীয় কৌশলপত্রটি পরিমার্জন করা ছিল একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ, যেখানে নীতি নির্ধারকগণসহ সকল সেক্টর স্টেকহোল্ডারগণ সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ এ দলিলটি পরিমার্জন ও প্রকাশনা কাজে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের এ কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিবেদিত ও নিরলসভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি ওয়াটারএইড বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সে সাথে এ পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের কাজে অবদান রাখার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যদের প্রতি। জাতীয় এ কৌশলপত্রটি মুদ্রণ ও প্রকাশনায় সহায়তা করার জন্য ইউনিসেফকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, পরিমার্জিত ‘জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০২১’ ওয়াশ সেক্টর সংশ্লিষ্ট এসডিজি-৬ অর্জন এবং বাংলাদেশে সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হবে।

মুহম্মদ ইবরাহিম

কান্ট্রি ডিরেক্টর
ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন খাতে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন করে বিশ্বব্যাপী যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনেও সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসডিজি'র সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগভিত্তিক ম্যাপিংসহ বিভিন্ন সরকারি বিধি-বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ করার প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত দলিলাদি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দেশের বর্তমান বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ 'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০১৪' হালনাগাদকরণের জন্য ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে। এ কমিটিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবকে চেয়ারপার্সন করে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টরকে সদস্য সচিব হিসেবে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে ওয়ার্কিং কমিটির একাধিক সভা, জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা, পরামর্শসহ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনঃনিরীক্ষার মাধ্যমে এ কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা হয়। পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত কৌশলপত্রে সকলের জন্য গুণগতমানসম্পন্ন নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের সার্বিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিচালনা নীতিমালা, উন্নয়ন কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সুচারুভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের বিভিন্ন ব্যবহারিক সংজ্ঞা, সূচক এবং পরিমাপকগুলি বিশেষতঃ নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত টেকসই পানি ও স্যানিটেশন এবং সকলের জন্য প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো এসডিজি ৬ এর সাথে সংগতিপূর্ণ ও হালনাগাদ করা হয়েছে। পরবর্তীতে পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত কৌশলপত্রটি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জাতীয় ফোরাম কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০১৪' হালনাগাদকরণ বিষয়ে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান, গঠিত ওয়ার্কিং কমিটিতে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ-এর সদস্য সচিব হিসেবে অন্তর্ভুক্তিসহ কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আমি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ কাজে সার্বিক সহযোগিতার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদসহ পানি সরবরাহ অনুবিভাগ ও পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কৌশলপত্রটি হালনাগাদকরণের কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, স্টেকহোল্ডার, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার বিশ্বাস, সেক্টরের সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত 'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১' মাঠ পর্যায়ে কার্যকর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব হবে।

হাসিন জাহান

সূচীপত্র

ব্যবহারিক সংজ্ঞা i

অধ্যায় ১: ভূমিকা ১

১.১ সেক্টর প্রসঙ্গ ১

১.২ একটি সমন্বিত জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র প্রণয়নের যৌক্তিকতা ২

১.৩ কৌশলপত্র প্রণয়ন পন্থা ও পদ্ধতিসমূহ ৪

অধ্যায় ২: জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ৫

২.১ লক্ষ্য ৫

২.২ জাতীয় কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য ৫

২.৩ সময়সীমা ৫

২.৪ দিকনির্দেশক নীতিমালাসমূহ ৫

২.৫ কৌশলপত্রের কাঠামো ৫

২.৬ বিষয়ভিত্তিক কৌশলসমূহ ও সেগুলো অর্জনের সুনির্দিষ্ট কৌশলগত দিকনির্দেশনা ৭

কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ১: ওয়াশ সেবার পরিধি (কভারেজ) বাড়ানো এবং মানোন্নয়ন ৭

কৌশল ১: নিরাপদ ও ব্যয়সাশ্রয়ী পানীয় জল ও স্যানিটেশন সুবিধায় প্রবেশগম্যতা বাড়ানো ৮

কৌশল ২: আর্সেনিক নিরসনে অগ্রাধিকার প্রদান ৯

কৌশল ৩: নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন সোপানের উপরিধাপে অগ্রসর হওয়া ১১

কৌশল ৪: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাকরণ ১৩

কৌশল ৫: কঠিন বর্জ্যের বিধিসম্মত ব্যবস্থাপনা ১৪

কৌশল ৬: উন্নত স্বাস্থ্যবিধির (হাইজিন) প্রসারে উৎসাহ প্রদান ১৫

কৌশল ৭: দুর্গম এলাকা ও নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ ১৬

কৌশল ৮: নারী-পুরুষ সমতার ধারণাকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ ১৭

কৌশল ৯: বেসরকারি সেক্টরের অংশগ্রহণকে সহজতরকরণ ১৮

কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ২: সেক্টরের বিদ্যমান ও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ১৯

কৌশল ১০: সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার পন্থা অবলম্বন ১৯

কৌশল ১১: ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ সমস্যা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ ২০

কৌশল ১২: দুর্যোগ মোকাবেলা করা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেয়া এবং পরিবেশ সুরক্ষা ২২

কৌশল ১৩: গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানিকীকরণ ২৪

কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ৩: সেক্টরের সুশাসন, সমন্বয়, নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ ২৫

কৌশল ১৪: সমন্বিত ও জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন পন্থা অবলম্বন ২৫

কৌশল ১৫: দরিদ্রদের নিরাপত্তা বেষ্টনী বজায় রেখে সেবা মূল্য পুনরুদ্ধার ২৬

কৌশল ১৬: প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও অবস্থান পুনঃনির্ধারণ এবং মানব ও আর্থিক সক্ষমতার বিকাশ ২৭

কৌশল ১৭: সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ ২৯

অধ্যায় ৩: প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ৩০

৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ৩০

৩.২ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ৩০

টেবিল ১: জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ৩১

সংযুক্তি ১: স্যানিটেশন ও পানীয় জল প্রযুক্তি শ্রেণির আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ৪৭

সংযুক্তি ২: জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহযোগীগণের তালিকা ৪৮

ব্যবহারিক সংজ্ঞা

পানি সরবরাহ ব্যবস্থা: পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বলতে গৃহস্থালির চেক কাজে অথবা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য পানির উৎপাদন/ আহরণ, সংগ্রহ, পরিশোধন, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে বুঝায়। পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটি প্রবেশগম্য, গুণগতমান সম্পন্ন, নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী হতে হবে।

পানি সরবরাহ সেবা: সুপেয় পানি সরবরাহ সেবা বলতে খানা পর্যায়ে মূল উৎস হতে প্রাপ্ত পান করা, রান্না করা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং অন্যান্য গৃহস্থালি চেক কাজে ব্যবহৃত পানির প্রবেশগম্যতা, প্রাপ্যতা এবং গুণগত মানকে বুঝায়।

স্যানিটেশন সেবা: স্যানিটেশন সেবা হলো মনুষ্য বর্জ্য অর্থাৎ পয়ঃবর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, যেখানে পয়ঃবর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ এবং পরিবহণসহ পরবর্তীতে তার পরিশোধন, অপসারণ এবং পুনঃব্যবহার করা হয়।

স্বাস্থ্যবিধি (হাইজিন): স্বাস্থ্যবিধি হলো এমন একটি অবস্থা এবং অনুশীলন, যা হাতধোয়া, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ খাদ্যবিধি অনুসরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগের বিস্তার প্রতিরোধে সহায়তা করে।

খাত (সেক্টর): পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সেক্টর।

পানীয় জলের সোপান (ল্যাডার): জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম 'পানীয় জলের সোপান'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে অরক্ষিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার হতে নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জলের মানদণ্ড যাচাই এবং সেবা স্তরের তুলনা করা হয়ে থাকে।

১. **ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি :** সরাসরি নদী, বাঁধ,হ্রদ (লেক), পুকুর, ঝরনা/জলপ্রবাহ, খাল বা সেচের নালা থেকে আহরিত পানীয় জল।

২. **অনুন্নত পানীয় জল:** অরক্ষিত কূপ বা ঝরণা থেকে সংগৃহীত পানীয় জল।

৩. **সীমিত পানীয় জল:** কোন উন্নত পানির উৎস যা থেকে পানি সংগ্রহে যাওয়া-আসা এবং লাইনে দাঁড়ানোসহ ৩০ মিনিট এর বেশি সময় লাগে।

৪. **মৌলিক পানীয় জল:** কোন উন্নত পানির উৎস যা থেকে পানি সংগ্রহে যাওয়া-আসা এবং লাইনে দাঁড়ানোসহ ৩০ মিনিট এর বেশি সময় লাগে না।

৫. **নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জল:** বাড়ির আঙ্গিনায় অবস্থিত পয়ঃবর্জ্য ও সকল ধরনের রাসায়নিক দূষণমুক্ত উন্নত পানীয় জলের উৎস (জেএমপি সংজ্ঞানুযায়ী), যা থেকে প্রয়োজনমত সবসময় পানি সংগ্রহ করা যায়।

উন্নত পানীয় জলের উৎসসমূহ: উন্নত পানীয় জলের উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে পাইপের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পরিশোধিত পানি, বোরহোল বা টিউবওয়েল, সংরক্ষিত কূপ ও ঝরনা, বৃষ্টির পানি এবং বোতলজাত অথবা সরবরাহকৃত পানি।

পানীয় জলের আদর্শ মান: বাংলাদেশের পানীয় জলের আদর্শ মান।

ওয়াটার পয়েন্টস: পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ হয় না এরকম খাবার পানির উৎসসমূহ, যেমন: হস্তচালিত নলকূপ, বিদ্যুৎ চালিত টিউবওয়েল, পন্ডস্যান্ড ফিল্টার, পাতকুয়া, বৃষ্টির পানির সংরক্ষণ ইউনিট ও অন্যান্য। পাইপের মাধ্যমে প্রতিটি খানায় ও সবার জন্য উন্মুক্ত স্থানে সরবরাহকৃত পানি।

পানি সরবরাহ সেবার ন্যূনতম স্তর: সেবার ন্যূনতম স্তর হলো প্রতিটি খানা কিংবা গুচ্ছ খানায় একটি পানির লাইনের সংযোগ/ওয়াটার পয়েন্ট থাকবে যার মাধ্যমে গৃহস্থালি কাজের জন্য একজন ব্যক্তির প্রতিদিন ন্যূনতম ৫০ লিটার পানি সংগ্রহে যাওয়া-আসা এবং লাইনে দাঁড়ানোসহ ৩০ মিনিট এর বেশি সময় লাগবে না।

নিরাপদ পানি: নিরাপদ পানি হলো সেই পানি যা সারাজীবন পান করলেও বড় কোন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকির কারণ হয় না।

স্যানিটেশন সোপান: জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম 'স্যানিটেশন সোপান'-এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ হতে নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন মানদণ্ড যাচাই এবং সেবা স্তরের তুলনা করা হয়ে থাকে। এ কৌশলপত্রে যৌথভাবে ব্যবহৃত ল্যাট্রিনের বিষয়টি 'স্যানিটেশন সোপানে' উল্লিখিত ধাপগুলোর থেকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. **উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ:** কোন ল্যাট্রিন না থাকায় খোলা মাঠ, বন-জঙ্গল, ঝোপঝাড়, উন্মুক্ত জলাধার, সৈকত ও এ জাতীয় স্থানে মলত্যাগ অথবা কঠিন বর্জ্য অপসারণ।

২. **অনুন্নত স্যানিটেশন:** স্লাব বা প্লাটফর্মবিহীন গর্ত ল্যাট্রিন, ঝুলন্ত ল্যাট্রিন এবং বালতি ল্যাট্রিনের ব্যবহার।

৩. **শেয়ারকৃত ল্যাট্রিন:** একটি ল্যাট্রিন যা একাধিক পরিবার ব্যবহার করে। এটি শহরে পেরিনগর বা গ্রামীণ অঞ্চলে অবস্থিত হতে পারে।

৪. **সীমিত স্যানিটেশন:** দুই বা ততোধিক খানা কর্তৃক যৌথভাবে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার।

৫. **মৌলিক স্যানিটেশন:** এককভাবে কোন খানা কর্তৃক উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার।

৬. **নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন:** উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবহার যা অন্য খানার সাথে যৌথভাবে ব্যবহার করা হয় না এবং যেখানে মল-মূত্র নিরাপদভাবে নির্দিষ্ট গর্তে (ইন সিটু) অপসারিত হয় কিংবা অন্য কোথাও স্থানান্তরিত ও পরিশোধিত হয়।

তবে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রামে (জেএমপি) উল্লিখিত সংজ্ঞা ছাড়াও যৌথভাবে ব্যবহৃত উন্নত ল্যাট্রিনগুলো যেখানে মল-মূত্র নিরাপদভাবে নির্দিষ্ট গর্তে (ইন সিটু) অপসারিত হয় কিংবা অন্য কোথাও স্থানান্তরিত ও পরিশোধিত হয় সেগুলোও নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন হিসেবে গণ্য করা হবে।

(দ্রষ্টব্য: যেহেতু যৌথভাবে ল্যাট্রিন ব্যবহার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনিবার্য বাস্তবতা, যা এড়ানো সম্ভব নয়, সেহেতু বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে যৌথভাবে ব্যবহৃত ল্যাট্রিনের আদর্শ মান ও সূচক নির্ধারণ করবে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক ও গবেষণালব্ধ প্রমাণাদির আলোকে নতুন সংজ্ঞা নির্ধারিত হলে সেটি প্রযোজ্য হবে।)

উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধাসমূহ: উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধাসমূহ হলো সে সমস্ত সুবিধাদি যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মল-মূত্র মানুষের সংস্পর্শ থেকে আলাদা রাখা হয়; এ জাতীয় সুবিধাদির মধ্যে রয়েছে ফ্লাশ/পোউর ফ্লাস ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পাইপের স্যুয়ার ব্যবস্থা, সেপটিক ট্যাংক, গর্ত (পিট) ল্যাট্রিন, বাতাস নির্গমণ ব্যবস্থা সম্বলিত উন্নত গর্ত (পিট) ল্যাট্রিন, কমপোস্টিং সুবিধা সম্বলিত পায়খানা কিংবা ঢাকনা (স্লাব) যুক্ত গর্ত (পিট) ল্যাট্রিন।

কমিউনিটি ল্যাট্রিন: নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত কোন ক্লাস্টারে স্থাপিত এক বা একাধিক পায়খানা যা জনগোষ্ঠীর কোন একটি অংশ ব্যবহার করে।

স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তর: স্যানিটেশন সেবার ন্যূনতম স্তর হলো প্রতিটি খানার জন্য নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পৃথক ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাসহ জনসমাগমস্থল ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত টয়লেটে সকলের প্রবেশগম্যতা থাকা। বস্তি বা নিম্নআয়ের কমিউনিটি এবং দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী স্থান সংকীর্ণ কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহারযোগ্য কমিউনিটি ল্যাট্রিন বা যৌথভাবে ব্যবহারযোগ্য ল্যাট্রিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

হাত ধোয়ার সোপান:

১. **সুবিধাবিহীন:** হাত ধোয়ার কোন সুবিধা না থাকা।

২. **সীমিত সুবিধা:** সাবান বা পানি ছাড়া হাত ধোয়ার সুবিধা।

৩. **মৌলিক সুবিধা:** সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধা।

স্বাস্থ্যবিধি সেবার ন্যূনতম স্তর: মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি সেবার ন্যূনতম স্তর হলো খানা পর্যায়ে ও জনসমাগমস্থলে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধা থাকা।

পয়ঃবর্জ্য: সেপটিক ট্যাংকের গর্ত (পিট), অনসাইট স্যানিটেশন স্থাপনায় জমাকৃত কঠিন ও তরল বর্জ্যের মিশ্রণই হলো পয়ঃবর্জ্য।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা: পয়ঃবর্জ্য ধারণ, সংগ্রহ ও পরিবহণ এবং পায়খানা স্থলে নিরাপদ অপসারণ বা দূরে কোথাও পরিশোধন অথবা পুনঃব্যবহারের সম্মিলিত প্রক্রিয়া।

সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা: একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পানি, ভূমি ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশের ক্ষতি না করে সকলের জন্য সুষম অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

পানি সংকটাপন্ন এলাকা: পানি আইন ২০১৩ এর ১৭ অনুচ্ছেদের আওতায় পানির উৎস বা স্তর সুরক্ষার জন্য যে এলাকা পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিপন্ন জনগোষ্ঠী: প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বৈষম্যের কারণে কিছু মানুষ বা জনগোষ্ঠী পানি ও স্যানিটেশনের ন্যূনতম সেবা থেকে বঞ্চিত। উদাহরণস্বরূপ শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়োবৃদ্ধ, অতিদরিদ্র, শহুরে বস্তি এলাকায় বসবাসকারী স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠী, চা-বাগান শ্রমিক, নৃ-জনগোষ্ঠী ও ভাসমান মানুষ।

খাদ্য দারিদ্রসীমা: এটি খাদ্য চাহিদার মৌলিক ন্যূনতম ব্যয় পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাক্কলিত করা হয় এবং জনপ্রতি দৈনিক ২,১২২ কিলো ক্যালরি পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক খাদ্য-ব্যয়ের সমান।

খাদ্য-ব্যতীত দারিদ্র্যসীমা: খাদ্য দারিদ্র্য সীমার কাছাকাছি অবস্থিত পরিবারের সদস্যদের খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য সেবা সুবিধার ভোগ ব্যয়।

দরিদ্র: পরিবারের সদস্যগণ যাদের জনপ্রতি দৈনিক খাদ্য ও খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যয় একত্রে খাদ্য দারিদ্র্য সীমা ও খাদ্য ব্যতীত দারিদ্র্য সীমার যোগফলের সমান অথবা কম (যা উচ্চতর দারিদ্র্য সীমা হিসেবেও পরিচিত)।

অতিদরিদ্র: এমন পরিবারের সদস্য যাদের সামগ্রিক খাদ্য ও খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য ব্যয় একত্রে খাদ্য দারিদ্র্য সীমার সমান অথবা কম (যা নিম্নতম দারিদ্র্য সীমা হিসেবেও পরিচিত)।

প্রাতিষ্ঠানিক ওয়াশ: প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিশেষত স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং কর্মস্থলে ওয়াশ সুবিধা।

ভূমিকা

অধ্যায়
১

১.১ সেক্টর প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সারাদেশে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সেবা পৌঁছানোর জন্য সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) আওতাধীন প্রায় সকল লক্ষ্যমাত্রা বিশেষতঃ এমডিজি-৭ সাফল্যের সাথে অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিশেষ করে সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত এসডিজি ৬ অভীষ্ট অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ বিগত দুই দশকে জনগণের কাছে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম (জেএমপি, ২০১৯) এর তথ্যানুসারে দেশের ৯৭% মানুষ মৌলিক পানীয় জলের সুবিধার আওতায় আছে। যদিও এর মধ্যে নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জলের সুবিধার আওতায় আছে ৫৫ শতাংশ মানুষ। পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে পানীয় জলের গুণগতমানের সুরক্ষা বিষয়টি এখনও দুর্বল। বর্তমানে প্রায় ১২ শতাংশ পরিবার আর্সেনিক দূষণযুক্ত উৎসের পানি পান করছে, যা জাতীয় আদর্শ মান (ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড) ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার এর চেয়ে বেশি (এমআইসিএস, ২০১৯)।

স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে ৪৮ শতাংশ মানুষ মৌলিক স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার করে। আনুমানিক ২৩ শতাংশ মানুষ অন্য খানার সাথে যৌথভাবে বা ভাগাভাগি করে সীমিত স্যানিটেশন সুবিধা এবং অবশিষ্ট ২৯ শতাংশ মানুষ অনুন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার করে। এক শতাংশেরও কম মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অনুন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে, উভয়ই সার্বিক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। স্বাস্থ্যবিধি (হাইজিন) বিষয়ে মানুষ যথেষ্ট সচেতন হলেও শুধুমাত্র ৩৫ শতাংশ মানুষ মৌলিক এবং ৫৪ শতাংশ মানুষ সীমিত সুবিধার (পানি ও সাবান ছাড়া) আওতাভুক্ত এবং এ বিষয়ে কোন ধরনের সুবিধা নেই অবশিষ্ট ১১ শতাংশ মানুষের (জেএমপি, ২০১৯)।

এমডিজি অর্জনের পরবর্তী সময়ের নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং এসডিজি অভীষ্ট এর সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে 'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১' বাংলাদেশের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সেক্টরের একটি সমন্বিত কাঠামো প্রদানের চেষ্টা করছে। ছয়টি মূলনীতি এবং তিনটি বিষয়ভিত্তিক (থিমেটিক) ব্লকের উপর ভিত্তি করে তৈরি হালনাগাদকৃত এ কৌশলপত্রটি আগামী দিনের পথ নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

এ কৌশলপত্রটিতে সূচনাসহ তিনটি অধ্যায় রয়েছে। সূচনার মধ্যে রয়েছে পটভূমি, কৌশলপত্রটির যৌক্তিকতা এবং কর্মপদ্ধতি (মেথোডলজি)। দ্বিতীয় অধ্যায়টি মূলত তিনটি প্রধান বিষয়ভিত্তিক (থিমেটিক) ব্লক এবং ১৭টি সুনির্দিষ্ট কৌশলের বিস্তারিত আলোচনা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

১.২ একটি সমন্বিত জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র প্রণয়নের যৌক্তিকতা

এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশনের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার (এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৭সি) লক্ষ্য থাকলেও এসডিজিতে আরো উন্নত মানের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি ৬-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে কাউকে সুবিধাবঞ্চিত না রেখে সকলের অভিগম্যতা এবং সামর্থ্য বিবেচনায় এনে গুণগত মানসম্পন্ন সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বক্স-১ এ ওয়াশ সেবা সোপানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এসডিজি ৬-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে (জেএমপি, ২০১৯)। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী স্যানিটেশন এবং পানি প্রযুক্তিসমূহের শ্রেণি ও পরিসর সংযুক্তি-১ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে (এমআইসিএস, ২০১৯)।

উন্নত স্যানিটেশন এবং পানি প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে এসডিজি ৬ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বক্স-১ এ উল্লিখিত সোপানের সর্বোচ্চ ধাপে (সংযুক্তি-১) পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বাংলাদেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বাংলাদেশের সর্বজনীন পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে বহুমুখী উন্নয়ন পন্থা ও কর্মকৌশল গ্রহণ জরুরি। এছাড়াও প্রয়োজন দুর্গম এলাকা ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় গুরুত্বারোপ করা। এর বাইরে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকরণ এবং দ্রুত নগরায়ণের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান সেবা চাহিদাসহ অন্যান্য উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশকে অবশ্যই মনোনিবেশ করতে হবে। পাশাপাশি সেক্টরের সুশাসন জোরদারকরণের মাধ্যমে ন্যায্যতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে, উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলা ও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশল প্রণয়ন অপরিহার্য।

বক্স-১: ওয়াশ সেবা সোপানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও এসডিজি ৬-এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

এসডিজি ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:

৬.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ ও ব্যয়সাধ্য নিরাপদ পানির সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশগম্যতা অর্জন

৬.২ নারী, কিশোরী এবং নাজুক পরিস্থিতিতে থাকা জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা নিশ্চিত করা, উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বন্ধ করা

৬.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করতে দূষণ হ্রাস, আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরণের নির্গমণ কমানো, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামানো এবং বিশ্বব্যাপী নিরাপদভাবে পানির পুনঃব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলা

৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহারের দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটে ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা

৬.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতাসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন

৬.৬ ২০২০ সালের মধ্যে পাহাড়, বন, জলাভুমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার (পানিস্তর) ও হ্রদসহ পানির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত পরিবেশ-প্রতিবেশের সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার

৬.ক ২০৩০ সালের মধ্যে পানি আহরণ, লবণ বিমুক্তকরণ, পানির দক্ষ ব্যবহার, বর্জ্যপানি পরিশোধন, রিসাইক্লিং ও পুনঃব্যবহার প্রযুক্তিসহ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো

৬.খ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে সমর্থন ও শক্তিশালী করা।

পানীয় জলের সোপান	স্যানিটেশন সোপান	হাত ধোয়ার সোপান
নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জল: বাড়ির আঙ্গিনায় অবস্থিত পয়ঃবর্জ্য ও সকল ধরনের রাসায়নিক দূষণমুক্ত উন্নত পানীয় জলের উৎস (জেএমপি সংজ্ঞানুযায়ী), যা থেকে প্রয়োজনমত সবসময় পানি সংগ্রহ করা।	**নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন:** উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবহার যা অন্য খানার সাথে যৌথভাবে ব্যবহার করা হয় না এবং যেখানে মল মূত্র নিরাপদভাবে নির্দিষ্ট গর্তে-অপসারিত হয় কিংবা অন্য কোথাও স্থানান্তরিত ও পরিশোধিত হয়।	**মৌলিক সুবিধা:** সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধা।
মৌলিক পানীয় জল: কোন উন্নত পানির উৎস যা থেকে পানি সংগ্রহে যাওয়া-আসা এবং লাইনে দাঁড়ানোসহ ৩০ মিনিট এর বেশি সময় লাগে না।	**মৌলিক স্যানিটেশন:** এককভাবে কোন খানা কর্তৃক উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার।	**সীমিত সুবিধা:** সাবান বা পানি ছাড়া হাত ধোয়ার সুবিধা।
সীমিত পানীয় জল: কোন উন্নত পানির উৎস যা থেকে পানি সংগ্রহে যাওয়া-আসা এবং লাইনে দাঁড়ানোসহ ৩০ মিনিট এর বেশি সময় লাগে।	**সীমিত স্যানিটেশন:** দুই বা ততোধিক খানা কর্তৃক যৌথভাবে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার।	
অনুন্নত পানীয় জল: অরক্ষিত কূপ বা ঝরনা থেকে সংগৃহীত পানীয় জল।	**অনুন্নত স্যানিটেশন:** স্লাব বা প্লাটফর্মবিহীন গর্ত (পিট) ল্যাট্রিন, ঝুলন্ত ল্যাট্রিন এবং বালতি (বাকেট) ল্যাট্রিনের ব্যবহার।	**সুবিধাবিহীন:** হাত ধোয়ার কোন সুবিধা না থাকা।
ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি: সরাসরি নদী, বাঁধ, হ্রদ (লেক), পুকুর, ঝরনা/জলপ্রবাহ, খাল বা সেচের নালা থেকে আহরিত পানীয় জল।	**উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ:** কোন ল্যাট্রিন না থাকায় খোলা মাঠ, বন-জঙ্গল, ঝোপঝাড়, উন্মুক্ত জলাধার, সৈকত ও এ জাতীয় স্থানে মলত্যাগ অথবা কঠিন বর্জ্য অপসারণ।	
নোট: উন্নত পানীয় জলের উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে পাইপবাহিত সরবরাহকৃত পরিশোধিত পানি, বোরহোল বা টিউবওয়েল, সংরক্ষিত কূপ ও ঝরনা, বৃষ্টির পানি এবং বোতলজাত অথবা সরবরাহকৃত পানি।	**নোট:** উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধাদির মধ্যে ফ্লাশ/পোউর ফ্লাস ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পাইপের স্যুয়ার ব্যবস্থা, সেপটিক ট্যাংক, গর্ত ল্যাট্রিন, বাতাস নির্গমণ ব্যবস্থা সম্বলিত উন্নত গর্ত ল্যাট্রিন, কমপোস্টিং সুবিধা সম্বলিত পায়খানা কিংবা ঢাকনা যুক্ত গর্ত ল্যাট্রিন।	

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি) ২০১১-২৫ এর সেক্টর দলিলপত্র পর্যালোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে, অধিকাংশ নীতিমালা ও কৌশলপত্র এমডিজি যুগে প্রণীত হলেও সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু/বিষয়সমূহের সমাধানে সেগুলো সাধারণভাবে সহায়ক ছিল। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সেক্টরের কৌশলগুলোর মধ্যে অনেক অসংগতি ও দ্বৈততা রয়েছে। কাজেই বিদ্যমান কৌশলগুলো একীভূত করে একটি সমন্বিত কৌশলে পরিণত করার প্রস্তাবটি সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ও উদীয়মান বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তিতে সহায়ক হবে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর নেতৃত্বে সেক্টরের সকল অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০১৪ পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ করা হয়।

১.৩ কৌশলপত্র প্রণয়ন পন্থা ও পদ্ধতিসমূহ

স্থানীয় সরকার বিভাগাধীন পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার তত্ত্বাবধানে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০১৪ পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), ওয়াসা, এনজিও প্রতিনিধি ও উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি কৌশলপত্রটি পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণে সহায়তা করে। জাতীয় এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নের বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন পর্যায়ের নীতিনির্ধারক, ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সেক্টর সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীসহ সকল অংশীজনদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে হালনাগাদকৃত কৌশলপত্রের খসড়া দক্ষ সেক্টর বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যালোচনা করার পাশাপাশি জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে সকলের মতামত গ্রহণ করা হয়। পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত খসড়া কৌশলপত্রটি জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামে আলোচনাক্রমে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত এ কৌশলপত্রটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র

অধ্যায়
২

২.১ লক্ষ্য

সুস্বাস্থ্য ও উন্নত জীবন গড়তে অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ সকলের জন্য নিরাপদ ও টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবা নিশ্চিতকরণ।

২.২ জাতীয় কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য

সেক্টরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারি, আধা-সরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত ও এনজিওসহ সেক্টরের সকল অংশীজনদের জন্য একটি অভিন্ন কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদান।

২.৩ সময়সীমা

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১ এর সময়সীমা হবে ২০২১ থেকে ২০৩০ সন পর্যন্ত। প্রতিবছর এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

২.৪ দিকনির্দেশক নীতিমালাসমূহ

নিম্নবর্ণিত দিকনির্দেশক নীতিমালাসমূহের ভিত্তিতে কৌশলপত্রটি প্রণীত

১. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনার পাশাপাশি পাবলিক গুডস (Public goods) হিসেবে একে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যের নিরিখে গণ্য করা;

২. সেবা প্রদানের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও চাহিদা নির্ভর পদ্ধতি গ্রহণ, যেখানে অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বেষ্টনী বিদ্যমান থাকে;

৩. ওয়াশ সেবার নকশা প্রণয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণের (মনিটরিং) প্রতিটি স্তরে লিঙ্গ সমতা, ন্যায্যতা, অধিকারবোধ ও নাগরিকের অংশগ্রহণকে মূলধারায় পরিচালিত করা;

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে সেবাস্তর ও গুণগত মান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৫. বেসরকারি সেক্টরের অধিকতর অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৬. সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহারে ওয়াশ সেক্টরের স্টেকহোল্ডার এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা ও তথ্যের আদান-প্রদানকে উৎসাহ প্রদান।

২.৫ কৌশলপত্রের কাঠামো

সেক্টরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং দিকনির্দেশক নীতিমালা অনুযায়ী এ কৌশলপত্রটিতে তিনটি বিষয়ভিত্তিক (থিমেটিক) ব্লক থাকবে, যার প্রতিটির অধীনে একাধিক সুনির্দিষ্ট উপ-কৌশল থাকবে (নিম্নে চিত্র ১ এ দেখানো হয়েছে), যার ভিত্তিতে ওয়াশ সেক্টরের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিষয়ভিত্তিক কৌশলসমূহ হচ্ছে:

- **কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ১:** ওয়াশ সেবার পরিধি বাড়ানো এবং মানোন্নয়ন
- **কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ২:** সেক্টরের বিদ্যমান ও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা
- **কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ৩:** সেক্টরের সুশাসন, সমন্বয়, নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ

লক্ষ্য

সুস্বাস্থ্য ও উন্নত জীবন গড়তে অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ সকলের জন্য নিরাপদ ও টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবা নিশ্চিতকরণ

উদ্দেশ্য

সেক্টরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারি, আধা-সরকারি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বেসরকারিখাত ও এনজিওসহ সেক্টরের সকল অংশীজনদের জন্য একটি অভিন্ন কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান

কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ১
ওয়াশ সেবার পরিধি বাড়ানো এবং মানোন্নয়ন

১. নিরাপদ ও ব্যয়সাশ্রয়ী পানীয় জল ও স্যানিটেশন সুবিধায় অভিগম্যতা বাড়ানো
২. আর্সেনিক নিরসনে অগ্রাধিকার প্রদান
৩. নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন সোপানের উপরিধাপে অগ্রসর হওয়া
৪. পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাকরণ
৫. কঠিন বর্জ্যের বিধিসম্মত ব্যবস্থাপনা
৬. উন্নত স্বাস্থ্যবিধির (হাইজিন) প্রসারে উৎসাহ প্রদান
৭. দুর্গম এলাকা ও নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ
৮. নারী-পুরুষ সমতার ধারণাকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ
৯. বেসরকারি সেক্টরের অংশগ্রহণকে সহজতরকরণ

কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ২
সেক্টরের বিদ্যমান ও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

১০. সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পন্থা গ্রহণ
১১. ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ সমস্যা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ
১২. দুর্যোগ মোকাবেলা করা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলা এবং পরিবেশ সুরক্ষা
১৩. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ৩
সেক্টরের সুশাসন, সমন্বয়, নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ

১৪. সমন্বিত ও জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন পন্থা অবলম্বন
১৫. দরিদ্রদের নিরাপত্তা বেষ্টনী বজায় রেখে সেবা মূল্য পুনরুদ্ধার
১৬. প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও অবস্থান পুনঃনির্ধারণ এবং মানব ও আর্থিক সক্ষমতার বিকাশ
১৭. সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ

দিকনির্দেশক নীতিমালাসমূহ

১. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাকে মানবাধিকার হিসেবে বিবেচনার পাশাপাশি জনসম্পদ (Public goods) হিসেবে তা অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যের নিরিখে গণ্য করা;
২. সেবা প্রদানের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও চাহিদা নির্ভর পদ্ধতি গ্রহণ, যেখানে অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বেষ্টনী বিদ্যমান থাকে;
৩. ওয়াশ সেবার নকশা প্রণয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণের প্রতিটি স্তরে লিঙ্গ সমতা, ন্যায্যতা, অধিকারবোধ ও নাগরিকের অংশগ্রহণকে মূলধারায় পরিচালিত করা;
৪. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনাক্রমে পর্যায়ক্রমে সেবাস্তর ও গুণগত মান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৫. বেসরকারি সেক্টরের অধিকতর অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা;
৬. সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহারে আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা ও তথ্যের আদান-প্রদানকে উৎসাহ প্রদান।

চিত্র ১: জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১-এর কাঠামো

২.৬ বিষয়ভিত্তিক কৌশলসমূহ ও সেগুলো অর্জনের সুনির্দিষ্ট কৌশলগত দিকনির্দেশনা

তিনটি বিষয়ভিত্তিক কৌশলের পরিচিতি এবং তাদের প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন কৌশলগত দিকনির্দেশনা এ অংশে বর্ণনা করা হয়েছে (অর্থাৎ এটি হলো সে পথ নির্দেশনা যা কৌশল অর্জনে ভূমিকা রাখবে)।

প্রথম বিষয়ভিত্তিক থিমটি হলো 'ওয়াশ সেবার পরিধি বাড়ানো এবং মানোন্নয়ন', যাতে করে জনগণ এসডিজিতে প্রস্তাবিত নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সুবিধাসহ মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি সেবার অভিগম্যতা অর্জন করতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়ভিত্তিক থিমটির লক্ষ্য হলো 'বিদ্যমান ও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা' করা। বর্তমানে ওয়াশ সেক্টর যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলো হলো দ্রুত নগরায়ণ, ঘনঘন দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন। এগুলো যথাযথভাবে মোকাবেলা না করা হলে প্রথম বিষয়ভিত্তিক (থিমেটিক) ব্লকের আওতায় অর্জিত সাফল্যগুলো বিফলে যেতে পারে।

তৃতীয় বিষয়ভিত্তিক থিমটি 'সেক্টরের সুশাসন, সমন্বয়, নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণে' কাজ করবে। এ থিমটি উপরে উল্লিখিত দুই বিষয়ভিত্তিক ব্লকের ফলাফল অর্জনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক ব্লকের অধীনে কতগুলো সুনির্দিষ্ট কৌশল ও কর্মসূচি রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, 'কাউকে বাদ না দেয়ার' নীতি অনুসরণপূর্বক সকলের জন্য নিরাপদ ও টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সেবা নিশ্চিত করার ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে এসব কৌশল ও কর্মসূচি যথাযথ অবদান রাখবে।

কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ১: ওয়াশ সেবার পরিধি (কভারেজ) বাড়ানো এবং মানোন্নয়ন

এ কৌশলগত থিমটি নয়টি কৌশলগত দিকনির্দেশনার সমন্বয়ে গঠিত যার মাধ্যমে ওয়াশ সেবার পরিধি বাড়ানো ও গুণগত মানের উন্নতি সাধিত হবে, যেমন: নিরাপদ ও টেকসই পানীয় জল ও স্যানিটেশন সুবিধাদির সম্প্রসারণ, আর্সেনিক দূষণ সমস্যার সমাধান, পয়ঃ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি।

কৌশল ১: নিরাপদ ও ব্যয়সাশ্রয়ী পানীয় জল ও স্যানিটেশন সুবিধায় অভিগম্যতা বাড়ানো

নিরাপদ পানীয় জলের উৎস, সরবরাহ এবং ব্যবহার পর্যায়ে দুষণের কারণে বর্তমানে এর সামগ্রিক ব্যবস্থা ঝুঁকির সম্মুখীন। নিরাপদ পানীয় জলের নিশ্চয়তা বিধানে সরকার দিকনির্দেশিকা হিসেবে 'জাতীয় পানীয় জল নিরাপত্তা কাঠামো, ২০১১ (ডব্লিউএসএফ-ওয়াটার সেইফটি ফ্রেমওয়ার্ক)' তৈরি করেছে। এ কাঠামোর আলোকে পানীয় জলের নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলা করার কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. নতুন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং টেকসই পানীয় জলের উৎস সংখ্যা বৃদ্ধি করা;

২. নিরাপদ পানির ব্যবস্থাটিকে পানির উৎস থেকে ব্যবহার পর্যায় পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে, যার মধ্যে গৃহস্থালি পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য পাইপলাইন এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

৩. সকল পানি সরবরাহ কর্মসূচিতে নিরাপদ পানীয় জলের জন্য একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাভিত্তিক পন্থা গ্রহণ করা, যা 'নিরাপদ পানীয় জল পরিকল্পনা (ডব্লিউএসপি)' নামে সাধারণভাবে পরিচিত। সকল পানীয় জল সরবরাহ কর্মসূচিতে 'নিরাপদ পানীয় জল পরিকল্পনা'র পরিধি সম্প্রসারণে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সাথে ও প্রণোদনার বিষয়টি সমন্বিত করতে হবে;

৪. পানীয় জলের গুণগত মান পরিবীক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতি ও প্রটোকল প্রতিষ্ঠা করা যেখানে দূষণ ঝুঁকি মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিষয়ে গ্রাহক, সেবা প্রদানকারী, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়-দায়িত্ব ও করণীয় পরিষ্কারভাবে বর্ণিত থাকবে;

৫. বিদ্যমান বাংলাদেশ পানীয় জল নিরাপত্তা কাঠামো, ২০১১ এর আলোকে সকল পানীয় জল সরবরাহ পদ্ধতির জন্য 'নিরাপদ পানীয় জল পরিকল্পনা বিষয়ক ম্যানুয়াল, উপকরণ ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা তৈরি করা;

৬. সকল পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদানকারীদের পরিচালনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণসহ (অপারেশনাল মনিটরিং) ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৭. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিবেশ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট এনজিও ও বেসরকারি সেক্টরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলাসহ নিরাপদ পানীয় জল পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের জন্য ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং ও সার্ভিলেন্স প্রটোকল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ করা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জাতীয় ফোরামের সহযোগিতায় এ কাঠামো তৈরির নেতৃত্ব গ্রহণ করবে;

৮. সকল পানীয় জল সরবরাহ সেবা প্রদানকারীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে তাদের সাথে কর্মদক্ষতা ব্যবস্থাপনা চুক্তি সম্পাদন ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হিসেবে ডিপিএইচই বিভিন্ন পৌরসভার বহির্মূল্যায়ন সম্পাদন নিশ্চিত করবে;

৯. পানির গুণগত মানের পরীক্ষা ও নজরদারির বিষয়টি ডিপিএইচই'র মূল কাজ হিসেবে গণ্য করা এবং এর রাজস্ব বাজেটের অর্থ দ্বারা ওয়াসাসহ গ্রাম ও শহর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার এ নজরদারি কাজকে আরও শক্তিশালী করাসহ এ নজরদারির ফলাফল পানীয় জল সরবরাহকারীদের অবগত করা;

১০. নিরাপদ ও টেকসই পানীয় জল ও স্যানিটেশন সেবা এবং তার যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সুসমন্বিত আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ পন্থাসমূহকে সহজতর করা;

১১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ ইউনিটের তথ্য ভান্ডারে আর্সেনিকোসিস বিষয়ক প্রতিবেদন সমন্বিত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণায়ের সাথে সংযোগ গড়ে তোলা।

কৌশল ২: আর্সেনিক নিরসনে অগ্রাধিকার প্রদান

বাংলাদেশে প্রায় ১১.৮ শতাংশ খানা ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটারেরও অধিক মাত্রার আর্সেনিক দূষণযুক্ত উৎসের পানীয় জল ব্যবহার করে। অবশ্য গৃহস্থালি পর্যায়ে পানির নমুনা পরীক্ষায় দেখা গেছে ১০.৬ শতাংশ খানার পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণমাত্রা উল্লিখিত মাত্রার চেয়েও বেশি (এমআইসিএস, ২০১৯)। ২০০৯ সালে ডিপিএইচই-জাইকা কর্তৃক পরিচালিত 'সিচ্যুয়েশন এনালাইসিস অব আর্সেনিক মিটিগেশন, ২০০৯' শীর্ষক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে অর্ধেকেরও বেশি জনগোষ্ঠী মারাত্মকভাবে আর্সেনিক দূষণযুক্ত এলাকায় বসবাস করে, যেখানে ৮০ শতাংশেরও বেশি নলকূপ আর্সেনিক দূষণের শিকার।

নীতিমালার ক্ষেত্রে, সরকার 'আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে জাতীয় নীতিমালা, ২০০৪' এবং 'বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ২০০৪' প্রণয়ন করে যা ২০১৮ সালে হালনাগাদ করা হয়েছে। বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যা মোকাবলায় চারটি সেক্টরাল আইপিএএম (IPAM) এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করাসহ আর্সেনিক বাছাই, পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রেরণ, জবাবদিহিতা, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত ৯টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সকল বিষয়গুলোর প্রেক্ষিত বিবেচনা এবং একইসাথে ২০১৮ সাল পরবর্তী সময়ে সেক্টরের উদীয়মান অন্যান্য ইস্যুগুলোর কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. 'আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে জাতীয় নীতিমালা, ২০০৪' এবং 'বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, (আইপিএএম) ২০০৪' এর আওতায় আর্সেনিক পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ, মনিটরিং, আর্সেনিকবাহিত বর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ ও গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করে পানীয় জল সরবরাহের জন্য নিবিড় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

২. আর্সেনিক-দূষিত নলকূপ, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল দূষিত নলকূপের আর্সেনিক উপস্থিতির মাত্রা পরীক্ষা ও নিবিড় পরিবীক্ষণ;

৩. ব্যক্তিগত অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপনকৃত ভূ-গর্ভস্থ সকল নতুন উৎসের পানীয় জল ব্যবহার শুরুর আগেই সেগুলোর আর্সেনিক উপস্থিতির পরীক্ষা নিশ্চিত করা;

৪. পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণমাত্রাসহ এর ভৌগলিক ব্যাপ্তি ও ব্যবহৃত বিভিন্ন আর্সেনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একটি তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা;

৫. আর্সেনিক দূষণযুক্ত পানীয় জল পান করার বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করতে একটি বিস্তৃত যোগাযোগ কৌশল তৈরির পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক প্রচারণা পরিচালনা করা; আর্সেনিক বিষক্রিয়া নিরসনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের বিকল্প পদ্ধতির অন্বেষণ; এবং আর্সেনিকোসিস সংক্রমণ বিষয়ে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার বা মিথ দূর করার মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ (রোগী) যে ধরনের সামাজিক বর্জন এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তা দূর করা;

৬. নিরাপদ পানীয় জলের বিকল্প পদ্ধতি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও তার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পানি পরীক্ষা, আর্সেনিক চিহ্নিতকরণ এবং যেখানে সম্ভব আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপ ব্যবহার বন্ধ করে আর্সেনিক দূষণমুক্ত পরিবর্তিত নলকূপ ব্যবহারের বিষয়টি উৎসাহিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগকে সহায়তা করা;

৭. মানবদেহের ওপর আর্সেনিকের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিষয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্যপ্রমাণের (এভিডেন্স) আলোকে ২০২২ সালের মধ্যে খাবার পানিতে আর্সেনিক উপস্থিতির গ্রহণযোগ্য মাত্রার মানদণ্ড প্রতি লিটারে ১০ মাইক্রোগ্রামে ধাপে ধাপে কমিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করা;

৮. আর্সেনিক নিরসনের অন্যান্য পানীয় জল প্রযুক্তি কারিগরি দিক থেকে সমভাবে কার্যকর হলে আর্সেনিক নিরসন প্রযুক্তি নির্বাচনে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস কাজে লাগানোর বিষয়টিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা। পাশাপাশি পানীয় জলের রাসায়নিক ও অনুজীব সুরক্ষা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যয়ের বিষয়গুলোকেও বিবেচনায় রাখা;

৯. আর্সেনিক দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আর্সেনিক দূষণরোধে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ ও সেগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান;

১০. ত্রিশ মিনিট হাঁটা দূরত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল খানার জন্য অন্ততপক্ষে একটি আর্সেনিক নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১. আর্সেনিক দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার যেখানে সম্ভব পাইপলাইনের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পরিশোধিত পানীয় জল কিংবা উপযুক্ত মানসম্পন্ন ভূ-গর্ভস্থ পানীয় জল সরবরাহ উৎসাহিত করা;

১২. বাংলাদেশের জন্য স্থানীয়ভাবে স্বল্প মূল্যের আর্সেনিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতির টেস্ট কিট বিকাশকে উৎসাহিত করা;

১৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগসহ (যেমনঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়) জাতীয় থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সরকারি সংস্থা, এনজিও ও বেসরকারি সেক্টরের মধ্যে আর্সেনিক নিরসন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় করা;

১৪. আর্সেনিক ও এতদসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সমীক্ষা, গবেষণা, উন্নয়ন ও মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১৫. পানীয় জলের উৎসের নিবিড় বাছাই (স্ক্রিনিং), লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিপদাপন্নতার ঝুঁকি যাচাই এবং যথাযথ পরিবীক্ষণ বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করে 'আর্সেনিকমুক্ত ইউনিয়ন' ধারণার ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

কৌশল ৩ঃ নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন সোপানের উপরিধাপে অগ্রসর হওয়া

বাংলাদেশ উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার এক শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। গত দশকে বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এনজিওদের সহায়তায় কম্যুনিটির নেতৃত্বে পরিচালিত সার্বিক স্যানিটেশন (সিএলটিএস) আন্দোলনকে স্যানিটেশন সাফল্যের মূল কৃতিত্ব দিতে হয়। ২০০৫ সালে প্রণীত 'জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র'টি সমগ্র দেশে লক্ষ লক্ষ ল্যাট্রিন স্থাপনে হাতিয়ার হিসেবে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খানা পর্যায়ে মানুষ নিজেরাই এসব ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে। অবশ্য এসব ল্যাট্রিনের একটি বড় অংশ নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত হিসেবে শ্রেণীভুক্ত ও বিবেচিত হচ্ছে না, কেননা অনেক পরিবার তাদের ল্যাট্রিনগুলো যৌথভাবে ব্যবহার করে। বিষয়টি অভিগম্যতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিরিখেও প্রশ্নের সম্মুখীন। শহর এলাকায়, বিশেষভাবে নিম্নআয়ের জনবসতিতে উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এখনও একটি বড় সমস্যা। এসব সীমাবদ্ধতা থেকে স্পষ্ট যে, নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন মর্যাদা অর্জনে বাংলাদেশ এখনও বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি।

এ কৌশলটির পরিধি অনসাইট স্যানিটেশন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শুধুমাত্র মানুষের মলমূত্র বা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। স্যানিটেশনের বাকি দিকগুলো অন্যান্য কৌশলে বিবেচনা করা হয়েছে[১]। স্যানিটেশন পণ্য বিপণনসহ বর্তমান পদ্ধতির একত্রীকরণ ও উন্নত করার উপায়ের কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১. প্রতিটি উপজেলা, শহর ও নগরে স্যানিটেশন পরিস্থিতির উপর একটি ভিত্তি জরিপ (বেজলাইন সার্ভে) পরিচালনা করা। এ জরিপের উদ্দেশ্য হলো পয়ঃবর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ধারণ, পরিশোধন ও অপসারণ, ভূ-পৃষ্ঠস্থ নর্দমা, কঠিন বর্জ্য এবং ময়লা পানি বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং সকলের জন্য নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন অর্জনের জন্য একটি স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন;

২. বিভিন্ন সমীক্ষা ও সম্ভাব্যতা নিরূপন ফলাফলের আলোকে স্যানিটেশন উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে স্থানীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি নতুন, ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং টেকসই প্রযুক্তি গ্রহণের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা;

৩. নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানি ও স্যানিটেশন ইস্যুতে জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযানের পরিসরকে অব্যাহত রাখা ও সম্প্রসারণ করা;

৪. পরিশোধন সুবিধাসম্পন্ন, নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত, নারী পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থাসহ এবং হাত ধোয়া ও বিশেষ পরিস্থিতিতে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যাবস্থাপনার সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের স্যানিটেশন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

৫. স্বাস্থ্যসম্মত ও স্থায়ীত্বশীল পায়খানার বিভিন্ন উপাদানের জন্য উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িক মডেল উন্নয়ন করা (যেমনঃ আলাদাভাবে পূর্বনির্মিত প্লাস্টিক বা ফাইবার গ্লাসের সেপটিক ট্যাংক, মোবাইল টয়লেট, অন্যান্য সুবিধাসম্বলিত কমিউনিটির ব্যবহার উপযোগী টয়লেট ইত্যাদি);

৬. জনসমাগমস্থান যেমন বাস স্টেশন, ফেরিঘাট, হাট-বাজার, পার্ক, ইত্যাদি স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক গণশৌচাগারের ব্যবস্থা করা; এবং জনসভা বা মেলার মতো জনসমাগমস্থানে মোবাইল টয়লেট অথবা অন্য কোন উপযুক্ত সুবিধার ব্যবস্থা করা;

১. যেমনঃ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৌশল নং ৪, কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৌশল নং ৫ এবং ড্রেনেজ ও পানিবাহিত স্যুয়েজ সিস্টেম বিষয়ে কৌশল নং ১১-তে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. সকলের জন্য, বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষ ও নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য স্যানিটেশন সেবার মৌলিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাসহ সেবা পরিবীক্ষণ ও অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা;

৮. উন্মুক্ত স্থানে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিধিনিষেধ আরোপের বিষয়ে সহায়তা প্রদান;

৯. স্যানিটেশন কর্মসূচির জন্য সেক্টরের সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করতে হবে, যেখানে এনজিও ও বেসরকারি খাতের সহায়তা এবং ডিপিএইচই-এর কারিগরি সহযোগিতা ও নির্দেশনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে;

১০. বিভিন্ন জল-ভূতাত্ত্বিক (হাইড্রোজিওলজিক্যাল) অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের স্যানিটেশন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া দূষণের উৎসস্থল এবং ছড়িয়ে পড়ার সময়কাল জানতে গবেষণা পরিচালনা করা, যা লাগসই প্রযুক্তি নির্বাচন এবং জাতীয় ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রটোকল প্রণয়নে সহায়ক হবে।

কৌশল ৪: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাকরণ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ সেপটিক ট্যাংক এবং গর্ত পায়খানার (পিট ল্যাট্রিন) মতো অনসাইট স্যানিটেশন প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক এবং পিট ল্যাট্রিনের পয়ঃবর্জ্য কাছাকাছি নর্দমা এবং খোলা স্থানে অপসারণ করা হয়। এধরনের ত্রুটিযুক্ত পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। এ অবস্থাটি বিশেষ করে স্বল্প-আয়ের শহুরে জনগোষ্ঠীর জন্য খুবই নাজুক। কারণ, স্থান ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার ফলে অনেক পরিবারকেই অধিকাংশ সময় একটি ল্যাট্রিন ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়। এ রকম উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্বসহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) সেবা বাস্তবায়নের উপায়-উপকরণ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সরকার ঢাকা মহানগরী, সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও পল্লী অঞ্চলের জন্য 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো, ২০১৭' ('আইআরএফ-এফএসএম, ২০১৭') প্রণয়ন করেছে এবং এ 'আইআরএফ-এফএসএম' বাস্তবায়নের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ন্যাপ) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

দেশে যথাযথ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় 'আইআরএফ-এফএসএম, ২০১৭' এর সাথে সংগতিপূর্ণ নিম্নলিখিত কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে:

১. সেপটিক ট্যাংক এবং গর্ত (পিট) ল্যাট্রিনের সমস্ত পয়ঃবর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ধারণ, সংগ্রহ, পরিবহণ, পরিশোধন এবং/নিরাপদ পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করার পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

২. স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনায় পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিশোধন ও নিরাপদ অপসারণে উদ্ভাবনীমূলক লাগসই প্রযুক্তির উন্নয়ন;

৩. বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল নগরাঞ্চল ও উপজেলা সদর দপ্তরসমূহের উপযুক্ত স্থানে জমির বরাদ্দ দেয়া;

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহসহ নির্বাহী এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতা তৈরি করা;

৫. পয়ঃবর্জ্যের রিসাইক্লিং, যেমন: সার হিসেবে ব্যহারের জন্য কম্পোস্টিং এবং বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং প্রদর্শণী প্রকল্প গ্রহণ করা;

৬. পায়খানা স্থলেই যথাযথভাবে পয়ঃবর্জ্য কমপোস্টিং এবং নিরাপদ অপসারণ বা পুনঃচক্রায়ন ও পুনঃব্যবহার নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত দুই গর্ত বিশিষ্ট পায়খানাসহ অন্যান্য উদ্ভাবনী ও উন্নত পায়খানা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান;

৭. প্রয়োজনে সেপটিক ট্যাংক ও গর্ত পায়খানা নিয়মিত পরিষ্কার করার জন্য উপ-আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনঃচক্রায়ণ এবং কমপোস্ট বা একই ধরনের অন্যান্য পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতকে কারিগরি ও ব্যবসায়িক সহায়তা প্রদান;

৯. একটি সাধারণ নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীনে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য স্যানিটেশন নিরাপত্তা পরিকল্পনার মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাভিত্তিক পন্থা প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা;

১০. টেকসই স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণে পয়ঃবর্জ্য পরিচ্ছন্ন কর্মীদের সংগঠন গড়ে তোলা এবং তাদের সচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ ও সাংগঠনিক সক্ষমতা সৃষ্টির পাশাপাশি পয়ঃবর্জ্য পরিবহনকর্মী ও পয়ঃবর্জ্য শোধনাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

কৌশল ৫: কঠিন বর্জ্যের বিধিসম্মত ব্যবস্থাপনা

দ্রুত নগরায়ণের প্রেক্ষিতে কঠিন বর্জ্য অপসারণের বিষয়টি পরিবেশের জন্য একটি বড় ধরণের উদ্বেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসণে গ্রিন হাউজ গ্যাস বিশেষত: মিথেন গ্যাস হ্রাস করার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারিগরি সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি সম্পদ হিসেবে বর্জ্যের মূল্য সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অতীব জরুরি। বর্জ্যের পরিমাণ কমিয়ে আনার পাশাপাশি বর্জ্যের মাধ্যমে ভূমি ভরাট ব্যবস্থাপনাকেও অগ্রাধিকার দেয়া দরকার। এ বিষয়টি মাথায় রেখে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় 'থ্রি-আর (রিডিউস, রিইউজ ও রিসাইক্লিং) কৌশলপত্র যৌথভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশলগত দিকনির্দেশনার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কঠিন বর্জ্যের উৎসস্থলেই তা পৃথকীকরণে উৎসাহিত করা;

২. কমিউনিটিভিত্তিক অথবা বেসরকারি উদ্যোক্তাভিত্তিক প্রাথমিক সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং পরবর্তীতে তা স্থানীয় সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মাধ্যমিক পর্যায়ের সংগ্রহ (সেকেন্ডারি কালেকশন), পরিবহণ ও চূড়ান্ত অপসারণ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে উৎসাহ প্রদান;

৩. মেডিকেল বর্জ্য এবং বর্তমানে উদ্ভূত বর্জ্য প্রবাহ যেমন, ইলেকট্রনিক বর্জ্যের মত বিপজ্জনক বর্জ্যের বিশেষ ব্যবস্থাপনা ও পরিশোধনের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা;

৪. কম্পোস্টিং, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনের মাধ্যমে জৈব বর্জ্য পুনঃচক্রায়ণ পদ্ধতি অনুসরণ;

৫. দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় রেখে শহরাঞ্চলের জন্য স্যানিটারি বর্জ্য দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত ভূমি ভরাট অথবা পরস্পর নিকটবর্তী কয়েকটি শহরের জন্য একইভাবে আঞ্চলিক ভূমি ভরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা; এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে যেখানে প্রয়োজন এ কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি বরাদ্দের বিধান রাখা;

৬. জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মিথেন গ্যাস সংগ্রহের সুযোগ রেখে স্বাস্থ্যসম্মত ভূমি ভরাট, নক্শা প্রণয়ন করা, যার ফলশ্রুতিতে সম্ভাব্য বৈশ্বিক উষ্ণায়নের (গ্লোবাল ওয়ার্মিং) ফলে সৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস পাবে;

৭. হাঁটার রাস্তা, রাস্তার আশেপাশের এলাকা ও অন্যান্য জনসমাগমস্থলে বর্জ্য পদার্থ রাখা প্রতিরোধ করা;

৮. বড় শহরগুলোতে অথবা পরস্পর নিকটবর্তী কয়েকটি শহরের জন্য গুচ্ছ কেন্দ্রভিত্তিক বর্জ্য দহন (ইনসিনারেশন) প্রক্রিয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধারণাটি পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করতে হবে। যা ভবিষ্যতে বর্জ্যকে শক্তিতে রূপান্তরের সুযোগও সৃষ্টি করবে।

কৌশল ৬: উন্নত স্বাস্থ্যবিধির (হাইজিন) প্রসার

স্বাস্থ্যবিধি চর্চা বিশেষ করে সার্বিক জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি পরিস্থিতি ও জনকল্যাণের সাথে পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবাকে যুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। গৃহস্থালি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে নিম্নমানের স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন আরো উন্নত করতে হবে। সম্প্রতি প্রকাশিত ন্যাশনাল হাইজিন সার্ভে, ২০১৮ (বিবিএস, ওয়াটারএইড, ইউনিসেফ, ডিসেম্বর ২০২০) তেও স্বাস্থ্যবিধি চর্চার বিষয়টি পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশনের সাথে যুক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ সমাধানে সরকার 'হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র ২০১২' প্রণয়ন করেছে। নিম্নবর্ণিত কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ উল্লিখিত কৌশলের আওতাভুক্ত স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে:

১. জনগণের স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞানকে কার্যকর অনুশীলনে রূপ দিতে নতুন নতুন পন্থা অন্বেষণ করা, যেমন: শিশুর পশ্চাৎদেশ পরিষ্কার করার পর হাত ধোয়া;

২. সুনির্দিষ্ট আচরণগত ক্ষেত্রসমূহের (যেমন: ব্যক্তিগতসহ মাসিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য, পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি) সমস্যা সমাধানে এবং এ জাতীয় আচরণের অনুকূল অবকাঠামো ও সুবিধাদি গড়ে তোলা;

৩. পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মা এবং স্কুল শিশুসহ স্বাস্থ্যসেবা সহায়ক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দকে স্বাস্থ্যবিধি প্রসার কার্যক্রমে লক্ষ্যভুক্ত বা সম্পৃক্ত করা;

৪. স্বাস্থ্যবিধি পরিচর্যা সংক্রান্ত পণ্য সামগ্রী, যেমন: সাবান, স্যানিটারি ন্যাপকিন, পানি সংরক্ষণ ট্যাংক ও হাত ধোয়ার উপকরণগুলোর জন্য যথাযথ অপসারণ পদ্ধতিসহ বেসরকারি খাতের সাথে সহযোগিতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা;

৫. গণমাধ্যমের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন প্রচারাভিযান গ্রহণ করা;

৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রসারের কাজে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করা;

৭. স্বাস্থ্যবিধি আচরণ উন্নয়ন বিষয়ক প্রচারণার প্রসারে যুবকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান এবং ব্যক্তি, পরিবার, কমিউনিটি/সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনকে কেন্দ্র করে বিশেষ দিবস/সপ্তাহ উদযাপন করা;

৮. আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ে একটি জাতীয় যোগাযোগ কৌশল প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা;

৯. মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও এর বাস্তবায়ন কাঠামো প্রণয়ণে সহায়তা প্রদান করা।

কৌশল ৭: দুর্গম এলাকা ও নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ

এসডিজিতে যেহেতু কাউকে পিছনে না রেখে সকল জনগণকে সেবা কাঠামোর আওতায় নিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় করা হচ্ছে, কাজেই দুর্গম এলাকা ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন স্থান সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা যেমন, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতা যেমন, দারিদ্র বা সামাজিক বর্জনের কারণে দেশের দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া কিছু অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার স্তর ও আওতা (কভারেজ) অন্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রণীত বাংলাদেশের দুর্গম এলাকার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক জাতীয় কৌশলপত্র, ২০১২ অনুযায়ী দেশের ৫০টি জেলার ২৫৭টি উপজেলার ১,১৪৪টি ইউনিয়ন পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে দুর্গম এলাকা (হার্ড-টু-রিচ) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশের মোট ভৌগলিক এলাকার ২১ শতাংশ দুর্গম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত যেখানে প্রায় ২ কোটি ৮৬ লক্ষ মানুষ বসবাস করে। এসব এলাকাকে লক্ষ্যভুক্তক্রমে স্থানীয় বিদ্যমান সমস্যাগুলো মোকাবেলায় পরিস্থিতি-নির্দিষ্ট উন্নয়ন পন্থা গ্রহণের প্রয়োজন। এ কৌশলপত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দুর্গম এলাকা এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হয়েছে:

১. সুনির্দিষ্টভাবে দুর্গম এলাকা ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক উন্নয়ন প্রকল্প অথবা পৃথক উপাদান সংযোজনক্রমে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করা;

২. স্থানীয় অবকাঠামো, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন উন্নয়ন পন্থা গ্রহণ করা;

৩. ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করা, যেমন: পাহাড়ি এলাকার জন্য হালকা নির্মাণ সামগ্রী ও পানি সাশ্রয়ী স্যানিটেশন প্রযুক্তি এবং উপকূল এলাকার জন্য লবণাক্ত পানি প্রতিরোধী অবকাঠামো গঠন;

৪. কমিউনিটি পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে বিপন্ন গোষ্ঠীসমূহের মতপ্রকাশ এবং অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা;

৫. বিপন্ন জনগোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য কৌশলগত অবস্থানসমূহে সর্বসাধারণের জন্য পানীয় জল সরবরাহ ও গণশৌচাগার সুবিধা স্থাপন করা;

৬. সর্বসাধারণের জন্য স্থাপিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ও গণশৌচাগারসমূহে ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষের জন্য সেবাসুবিধার সংযোজন বাধ্যতামূলক করা;

৭. পানিসম্পদ, কৃষি এবং মৎস্যসহ সড়ক পরিবহণ ও সামাজিক বিষয়গুলোর মত অন্যান্য সেক্টরের সাথে বহু খাতভিত্তিক (মাল্টি-সেক্টর) উন্নয়ন পন্থা সমন্বয় ও অনুসরণ করা;

৮. সেবা-সুবিধার যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে "কোনটি কার্যকর"-তা চিহ্নিত করার জন্য শিখন পদ্ধতি গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন দুর্গম এলাকা ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য নির্দেশিকা তৈরিসহ সুনির্দিষ্ট উপকরণ ও পন্থাসমূহ প্রণয়ন করা;

৯. বাংলাদেশের সকল দুর্গম এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহকে একীভূত করা।

কৌশল ৮ঃ নারী-পুরুষ সমতার ধারণাকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ

বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে সাধারণত পরিবারগুলোতে নারীরাই পানীয় জল ও স্যানিটেশনের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মূখ্য যত্নকারী হিসেবে পরিবারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করেন। এ বিবেচনায় ওয়াশ বিষয়ক যেকোনো পদক্ষেপে সঠিক নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও টেকসই করতে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য। নারী-পুরুষ সমতা বিষয়টিকে শক্তিশালী করা এবং মূল ধারায় আনার কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. ওয়াশ সেবা-সুবিধার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী ও পুরুষ উভয়কে সম্পৃক্ত করা;

২. প্রকল্পের যেকোনো পদক্ষেপ যেন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণ নিশ্চিতকরণে অবদান রাখে তা নিশ্চিতকরণ এবং নারী-পুরুষের সম অংশগ্রহণকে গুরুত্ব প্রদান;

৩. কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন এবং সেক্টরের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা;

৪. বিভিন্ন আর্থ-সামজিক দলের নারীদের উপযোগী বিকল্প প্রযুক্তি এবং তাদের বিশেষ চাহিদা, যেমনঃ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় উৎসাহ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা;

৫. উৎসাহ দানমূলক প্রচারাভিযানে নারী পুরুষ সমতা বিষয়ক সংবেদনশীল পন্থা অবলম্বনসহ সমগ্র প্রক্রিয়াতে একটি মূখ্য ভূমিকা পালনের জন্য নারীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা এবং নারীদের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল এমন যেকোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি এড়িয়ে চলা;

৬. নারী পুরুষ সমতা বিষয়টিকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিশেষত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করা;

৭. স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক নারী-কেন্দ্রিক ওয়াশ প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর করা।

কৌশল ৯: বেসরকারি সেক্টরের অংশগ্রহণকে সহজতরকরণ

পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুফল হলো ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ চাহিদা পুরণে বেসরকারি সম্পদের হিসাব করা, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেবার ব্যয় হ্রাস সহ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় কার্যকারিতা ও নতুনত্ব বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশনে একটি সরব বেসরকারি খাতের উপস্থিতি রয়েছে। তবে শহর এলাকায় এদের ভূমিকা সীমিত। নিম্নবর্ণিত কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ বেসরকারি খাতের অধিকতর অংশগ্রহণকে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে:

১. ওয়াশ সেক্টরে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের জন্য একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা যেখানে নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ তৈরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির সমন্বিত পদক্ষেপগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে;

২. গ্রামীণ ও শহর উভয় এলাকায় ওয়াশ সেক্টরে মুখ্য ভূমিকা পালনের জন্য বেসরকারি খাতকে অব্যাহতভাবে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

৩. বেসরকারি খাতের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে একটি উচ্চ স্তরে স্থানান্তর পন্থা অনুসরণ করা। এজন্য প্রথমে পানীয় জল ও স্যানিটেশন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মক্ষমতা উন্নত করা এবং তার ভিত্তিতে সেবা ও ব্যবস্থাপনা চুক্তির মত সহজ অংশগ্রহণমূলক কাজে অন্তর্ভুক্ত সেক্টরকে প্রস্তুত করতে হবে;

৪. বেসরকারি খাতের সাথে সম্পাদিত সেবা-চুক্তিতে সামাজিক বিবেচনাসমূহ ও দরিদ্রদের চাহিদাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা;

৫. যথাযথ মডেলের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্য শহর ও গ্রাম এলাকায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বিষয়ক উদ্ভাবনীমূলক মডেল পাইলট কার্যক্রম চলমান রাখা;

৬. পানি আইন ২০১৩, পানি বিধিমালা ২০১৮, প্রস্তাবিত পানি ও স্যানিটেশন সেবা আইন অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও প্রবিধান কাঠামোর আলোকে এলজিডি অথবা ডিপিএইচই কর্তৃক সেবার গুণগতমান ও পরিবেশ সুরক্ষাসহ সংশ্লিষ্ট কাজের, (যেমনঃ কূপ খনন, প্লাম্বিং, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পানির মান পরীক্ষা) জন্য যথাযথ বিধি ও প্রবিধিমালা প্রণয়ন করা;

৭. প্রচারণামূলক কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান ও সুযোগ সৃষ্টি করা;

৮. ল্যাট্রিন নির্মাতাদের খানা পর্যায়ে পরিবহণ ও ল্যাট্রিন স্থাপন, বিদ্যমান ল্যাট্রিনের মানোন্নয়ন ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্যাকেজ আকারের সেবা প্রদানে উৎসাহিত করা;

৯. ওয়াশ সেক্টরে বেসরকারি খাতের ভূমিকা সম্পর্কিত জ্ঞান সৃজন সংগঠিতকরণে সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচির আয়োজন করা, যেমনঃ সেবা প্রদানকারী অথবা পরিবারভিত্তিক পরিশোধন প্রযুক্তি (যেমনঃ আরও লবনাক্ততা দূরীকরণ ইউনিট, ইত্যাদি);

১০. বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য ওয়াশ খাতে ঋণ বা ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা প্রদানকে উৎসাহ দেয়া;

১১. বেসরকারি খাতের পদক্ষেপের গুণগত মানের নিশ্চয়তা এবং গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য একটি নজরদারি পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

১২. সেক্টরের অগ্রগতি এবং পরিবর্তন বিষয়ে সরকারের সাথে ধারণা বিনিময়ের জন্য পানি ও স্যানিটেশন খাতে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে প্রতি বছর মতবিনিময় কর্মশালা আয়োজন করা;

১৩. পানীয় জল উৎসের স্থানীয় ড্রিলারদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও সনদপত্র প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজতর করা।

কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ২: সেক্টরের বিদ্যমান ও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রমবর্ধমান পানি দূষণের মত উদীয়মান সমস্যাবলীর সম্মুখীন। এ বিষয়বস্তুর অধীন কৌশলসমূহ সেক্টরের অর্জন ও অগ্রগতির পথে বাধাগুলো মোকাবেলা করতে সেক্টরকে প্রস্তুত করবে।

কৌশল ১০: সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার পন্থা অবলম্বন

কৃষি ও শিল্পের মতো বিভিন্ন সেক্টর কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলকভাবে পানি ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে পানীয় জলের বাস্তবতা ও মান সম্পর্কিত নিরাপত্তা বিধানের জন্য সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পানি আইন ২০১৩ এবং পানি বিধিমালা ২০১৮-তে খাবার পানি ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার্য পানি সরবরাহের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যাতে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎসের বহুধরনের ব্যবহার হলেও পানীয় জলের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এ কারণে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশলগত দিক নির্দেশনাসমূহ প্রস্তাব করা হচ্ছে:

১. পানি সম্পদ সুরক্ষা ও এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে কার্যকরভাবে সমাধানের জন্য পানি আইন ২০১৩ এবং পানি বিধিমালা ২০১৮ এর সাথে বিদ্যমান ওয়াসা আইন ১৯৯৬, বিভিন্ন স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানসমূহের (পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা, জীব বৈচিত্র্য আইন, বিপজ্জনক বর্জ্য এবং জাহাজ ভাঙ্গা বিধিমালা, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন, খসড়া ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা) সামঞ্জস্য বিধান;

২. ভূ-গর্ভস্থ পানি সংকটাপন্ন এলাকায় সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ানোকে উৎসাহ দেয়া, কৃষিকাজে পানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি চালু এবং জলবায়ু সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে সংকট সহনশীল ফসলের চাষ প্রবর্তন করা;

৩. পানি সরবরাহের যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা তা হলো, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির প্রাপ্যতা ও গুণগত মানসহ মৌসুমি ভিন্নতা, উজানে পানির সম্ভাব্য প্রত্যাহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও পানি প্রবাহ কমে যাওয়া;

৪. পানি সংকটাপন্ন এলাকা এবং ভূ-গর্ভস্থ গভীর পানির স্তরে পানির প্রাপ্যতা ও ব্যবহারের বিষয়টি অনুসন্ধান, যাচাই ও পরিবীক্ষণ করা;

৫. পানি সংকটাপন্ন এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির মজুদের ভারসাম্য অটুট রাখতে উত্তোলন সীমা টেকসই পর্যায়ে নিরাপদ সীমার মধ্যে সীমিত রাখা;

৬. পানি সংকটাপন্ন এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির কৃত্রিম পুনর্ভরণ ও অন্যান্য কারিগরি ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়গুলি বিবেচনা করা;

৭. পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বিশেষত পানি সুরক্ষা পরিকল্পনা বিষয়ে যুক্ত সংস্থাসমূহের সাথে আন্তঃখাত সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;

৮. অঞ্চল বিভাজন ও ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে তথ্য-প্রমাণভিত্তিক একটি জাতীয় ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রোটোকল প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা।

কৌশল ১১: ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ সমস্যা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ

বৈশ্বিক পরিসরে সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কেন্দ্রীয় চালক হিসেবে নগরায়ণকে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরগুলো অধিক জনঘনত্ব নিয়ে বিস্ময়কর নগরায়ণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশে শহুরে জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৯.৭০ ভাগ। অনুমান করা হচ্ছে ২০৫০ সালে এ জনসংখ্যা শতকরা ৪৩.৮০ ভাগে দাঁড়াবে পপুলেশন প্রজেকশন অব বাংলাদেশ ২০১১-২০৬১: ট্রেন্ডস এন্ড ডাইনামিকস্, বিবিএস, ২০১৫। বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো বর্তমান চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট অপ্রতুল এবং এগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে মারাত্মক দুর্বলতা রয়েছে। অপরিকল্পিত ও দ্রুত নগরায়নের ফলে বিদ্যমান অপর্যাপ্ত নগর অবকাঠামো বিশেষত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামোর ওপর প্রবল চাপ তৈরি হচ্ছে যা পরিবেশের মারাত্মকভাবে অবক্ষয় সৃষ্টি করছে এবং নিম্নআয়ের মানুষের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এ সংক্রান্ত কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ:

১. বস্তি এলাকাসহ সকল শহর এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অনুমিত নগরায়ণের ক্রমবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে পরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা;

২. নর্দমা ও শিল্পের বর্জ্য পানি এবং কঠিন বর্জ্য নির্বিচারে যত্রতত্র ফেলার কারণে ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসসমূহের সৃষ্ট দূষণ প্রতিরোধ করা;

৩. স্থানীয় ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসের উপর চাপ কমাতে মহানগরীগুলোর জন্য পানির নতুন উৎস অনুসন্ধান করা;

৪. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে শহরাঞ্চলের বৃহৎ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার (স্টর্ম স্যুয়ার সিস্টেম) সাথে সামগ্রিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা একীভূত করা;

৫. প্রধান শহর থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে সকল শহর এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

৬. শিল্পের অপরিশোধিত বর্জ্য পানি স্যানিটারি অথবা বৃহৎ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় এবং নদী/পানি প্রবাহে ফেলা প্রতিরোধ করা;

৭. যেসব স্থানে অদূর-ভবিষ্যতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ সম্ভব নয় সেখানে লাগসই অন-সাইট স্যানিটেশন প্রযুক্তির ব্যবহার করা;

৮. প্রাকৃতিক খালসমূহ পুনরুদ্ধার এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে খালের প্রবাহ বৃদ্ধি করা; খালের মুক্ত প্রবাহ এবং তলদেশে পানি নিঃসরণ বজায় রাখার জন্য বক্স কালভার্টগুলো পুনঃউন্মুক্ত করতে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা;

৯. সেবার মানোন্নয়ন ও হিসাব-বহির্ভূত পানির অপচয় কমিয়ে আনতে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্বাসন ও উন্নীতকরণ;

১০. বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিস্থিতি উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেমন: উন্নত নির্মাণ ও পরিচালন প্রক্রিয়া অনুসরণ, কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বেঞ্চমার্কিং, এলাকাভিত্তিক মিটারিং ব্যবস্থা (ডিএমএ) প্রতিষ্ঠা এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি (অটোমেশন) প্রবর্তন করা;

১১. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সেবার শুল্কহার যৌক্তিকীকরণে অগ্রাধিকার প্রদান, বিলিং ও আদায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সংযোগের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা;

১২. প্রথমত: চাহিদা ব্যবস্থাপনার অভ্যাস করা, সকল সংযোগের জন্য পানির মিটার স্থাপন এবং দ্বিতীয়ত: পানি গৃহস্থালিতে পানির অপচয় হ্রাসসহ পানি সংরক্ষণে উৎসাহিত করা;

১৩. নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষদেরকে আইনানুগ বা বৈধ গ্রাহকের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদেরকে সেবা প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন;

১৪. ভূমির মালিকানাকে সেবা প্রদানের শর্ত থেকে বিযুক্তকরণ, যাতে করে সেবা প্রদানকারীরা আইনানুগভাবে নিম্ন আয়ের জনবসতিতে তাদের সেবা সম্প্রসারণ করতে পারে;

১৫. বিভিন্ন নাগরিক ফোরাম, যেমন: শহরভিত্তিক সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)-কে সেবা ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় যুক্ত করে গ্রাহক সেবা ও জনসংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা;

১৬. সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া, অভিযোগ সমাধানের জন্য একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি তৈরি করা।

কৌশল ১২: দুর্যোগ মোকাবেলা করা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেয়া এবং পরিবেশ সুরক্ষা

বন্যা, সাইক্লোন, একটানা বৃষ্টিপাত, খরা, নদীভাঙ্গন এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের মত ঘন ঘন চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ। জলবায়ু বিপর্যয়গুলোর পৌনঃপুণিকতা এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জলবায়ু সংকটাপন্ন মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবিকা নানাভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। জলবায়ুগত এ জাতীয় ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি), ২০০৯[২] গ্রহণ করেছে, যা জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি পরিকল্পনা (২০০৫ এবং ২০০৯)-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি প্রধান কৌশল। এতে অভিযোজন (এডাপটেশন) ও প্রশমন (মিটিগেশন) বিষয়ে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রতিফলনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দেশের প্রতিশ্রুতি ও উপলব্ধি তুলে ধরা হয়েছে।

নিম্নবর্ণিত কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহের লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত প্রভাবের ঝুঁকি থেকে পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতির সুরক্ষা প্রদান:

১. দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয় (স্ক্রিনিং) এবং সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিকারমূলক অভিযোজন ব্যবস্থাকে (এডাপটেশন) মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে একটি সাধারণ কাঠামো তৈরি করা;

২. সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা, নারী-পুরুষ সমতা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, সচেতনতা সৃষ্টি, এডভোকেসি, ইত্যদি বিষয়গুলো তদারকির জন্য ডিপিএইচই/এলজিডি-এর অভ্যন্তরে একটি স্বতন্ত্র ‘সামাজিক উন্নয়ন সেল’ প্রতিষ্ঠা করা;

৩. পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরভুক্ত সংস্থাসমূহের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দুর্যোগ বিষয়ক বিদ্যমান স্থায়ী আদেশসমূহ সম্পূরক আদেশ দ্বারা কার্যকর করা। আদেশগুলিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য, দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে বর্ধিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

৪. দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি সুদৃঢ় করতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৌশলগত স্থানে জরুরি পানীয় জল ও স্যানিটেশন ইউনিট, রাসায়নিক উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশের মজুদ রাখা;

৫. সতর্কতা জারি ও জরুরি অবস্থায় স্থানীয় কর্মীদের অধিকতর ক্ষমতা প্রদানসহ প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলো যথাসম্ভব সহজতর করা;

৬. জরুরি ব্যবস্থাপনার জন্য ক্রয় বিধিমালা শিথিল করা এবং সতর্কতা জারির সময় কর্মী, যানবাহন ও বিভিন্ন সরবরাহ জড়ো করতে আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৭. নিবিড় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কমিউনিটির সক্ষমতা ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা;

৮. ওয়াশ ক্লাস্টার[৩] পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের আপদকালীন (কন্টিনজেন্সি) পরিকল্পনা তৈরি করা;

২. বাংলাদেশে ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্লান, ২০০৯, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩. ওয়াশ সংক্রান্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মপরিকল্পনা আছে এমন এনজিওদের একটি নেটওয়ার্ক। ওয়াশ ক্লাস্টারের সভাপতিত্ব করে ইউনিসেফ এবং সহ-সভাপতিত্ব রয়েছে ডিপিএইচই’র কাছে। ওয়াশ ক্লাস্টারের সদস্যগণ এসওডি ২০১০ অনুযায়ী জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উদ্যোগকে সহযোগিতা করতে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখে।

৯. সেক্টরভুক্ত সংস্থাসমূহ, যেমনঃ ওয়াসা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিওসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (এডাপটেশন) এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ রাখা;

১০. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবর্তনশীলতার প্রভাব মোকাবেলায় প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দুর্যোগপ্রবণ ও বিপন্ন এলাকায় জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিসহ স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে উৎসাহ প্রদান করা;

১১. ভবিষ্যতে স্কুলের মত সকল সরকারি ভবনসমূহকে দুর্যোগ সহনশীল পানীয় জল সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং হাইজিন সুবিধাদি দিয়ে প্রস্তুত রাখা, যাতে করে জরুরি অবস্থায় স্থানীয় লোকজন এগুলোকে আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে;

১২. চরম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দুর্যোগসহনশীল পানি সরবরাহের উৎস নির্মাণ যা দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষ ব্যবহার করতে পারবে;

১৩. জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার পূর্বাভাস এবং এর প্রভাবসমূহ যেমনঃ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ত জলের অনুপ্রবেশ, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস, নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদানের জন্য হালনাগাদকৃত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সেল এর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা;

১৪. উপযুক্ত অভিযোজন পন্থা চিহ্নিত ও তথ্য-প্রমাণভিত্তিক প্রকল্প ডিজাইন করা; সবুজ জলবায়ু তহবিল (গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড, জিসিএফ), ইউকে জলবায়ু তহবিল, এলডিসিএফ ইত্যাদির মত জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল থেকে অর্থ পেতে জোর প্রচেষ্টা চালানো;

১৫. বিশেষভাবে বড় শহর এবং এর আশপাশের পানির উৎসের কাছাকাছি এলাকায় পানির দূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন করা।

কৌশল ১৩: গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠানিকীকরণ

পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের বিদ্যমান সমস্যাসমূহসহ (যেমন: আর্সেনিক ও নগর স্যানিটেশন) উদীয়মান সমস্যাসমূহের (যেমন: জলবায়ু পরিবর্তন ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ) জরুরি সমাধান প্রয়োজন। সেক্টরে গবেষণা কার্যক্রম খণ্ডিত এবং তা কেবল কয়েকটি সংস্থার মধ্যেই সীমিত। এ প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ অনুসরণের সুপারিশ করা হচ্ছে:

১. গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি) এর ফলাফল প্রদর্শন, বিস্তার ও বাজার উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে উৎসাহ প্রদান করা;

২. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) ও ওয়াসাসমূহের অধীনে স্বতন্ত্র গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি) বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা;

৩. সেক্টরের বিদ্যমান কারিগরি, সামাজিক ও ব্যবস্থাপনা সমস্যা সমাধানে গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং গবেষণা ব্যবস্থাপনাকে দক্ষতর করে গড়ে তোলা;

৪. কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি) কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা;

৫. সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল (আরএন্ডডি ফান্ড) গঠন এবং আগ্রহী গবেষকদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা;

৬. পেশীজীবীদের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাবিদদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং গবেষণায় মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৭. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে গবেষণার সুযোগ চিহ্নিত করা এবং গবেষণার প্রয়োজনসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া;

৮. গবেষণার প্রয়োগযোগ্যতা এবং প্রাসঙ্গিকতা বাড়াতে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে উৎসাহ প্রদান করা।

কৌশলগত বিষয়বস্তু (থিম) ৩: সেক্টরের সুশাসন, সমন্বয়, নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ

এই বিষয়বস্তুর (থিম) আওতাভুক্ত কৌশলসমূহ ওয়াশ সম্পর্কিত সুশাসন, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করবে।

কৌশল ১৪: সমন্বিত ও জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন পন্থা অবলম্বন

সামগ্রিক ওয়াশ পরিস্থিতির উন্নয়নে একটি সমন্বিত ও জবাবদিহিমূলক পদ্ধতি নিশ্চিত করা জরুরি। ছয়টি হটস্পটকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বহুল প্রত্যাশিত ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (ডেল্টা প্ল্যান ২১০০) অনুমোদন করেছে। হটস্পটগুলো হচ্ছে, উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র এলাকা ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যার ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা, নদীবিধৌত এলাকা ও মোহনা এবং নগরাঞ্চল। সামগ্রিকভাবে, ওয়াশ সংক্রান্ত সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলোকে টেকসইভাবে মোকাবেলার জন্য সমন্বিত পন্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য বিদ্যমান প্রকল্পভিত্তিক খণ্ডিত উদ্যোগ থেকে সরে এসে সেক্টরভিত্তিক সমন্বিত কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণে গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ পন্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ কৌশলটি বাস্তবে রূপদানের জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগত দিকনির্দেশনাগুলো প্রস্তাব করা হলো:

১. উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচিতে পানীয় জল সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিকে একীভূত করা;

২. উন্নয়ন প্রকল্পের সকল পর্যায় যেমন: পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৩. পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা পদ্ধতির ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা এবং কর্মসম্পাদন দক্ষতা বিবেচনা সাপেক্ষে সরকারি উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ করা;

৪. বিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ওয়াশ কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ওয়াশ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা;

৫. ওয়াশ কার্যক্রম বিষয়ে একটি সমন্বিত তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) নির্দেশিকা তৈরি এবং উপযোগী করা, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিরাপদ পানি পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন, স্কুলভিত্তিক ওয়াশ কার্যক্রম এবং পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাসমূহের যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

৬. পর্যায়ক্রমে একটি সেক্টর-বিস্তৃত পন্থা (সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ) সহজতর করার জন্য এসডিপি এর বিষয়ভিত্তিক গ্রুপগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যোপযোগী করা; 'আর্সেনিকমুক্ত ইউনিয়ন' ধারণা এবং ওয়াসাসমূহ ও গ্রামীণ সাবসেক্টরের জন্য সাব-সেক্টর সোয়াপ-এর মত সমন্বিত পন্থার ব্যবহার শুরু করা;

৭. পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে জ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরবর্তীতে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা (যেমন: ওয়েবপেজ ও প্রদর্শনী বোর্ড এর মাধ্যমে);

৮. জরুরি অবস্থা কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে সমন্বিত ওয়াশ সেবা নিশ্চিত করতে নিবিড় নির্দেশনাবলির অনুসরণকে উৎসাহ প্রদান করা;

৯. সমন্বিত পন্থা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে (পিপিপি) উৎসাহ প্রদান করা;

১০. ওয়াশ সেক্টরের কারিগরি দিকনির্দেশনার সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ক্রমে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ওয়াশ সেবা প্রদানকে উৎসাহিত করা।

কৌশল ১৫ঃ দরিদ্রদের নিরাপত্তা বেষ্টনী বজায় রেখে সেবা মূল্য পুনরুদ্ধার

২০১০ সালের ব্যয় বন্টন কৌশলপত্র অনুযায়ী মূলধন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধার করা এ কৌশলের একটি অন্যতম অগ্রাধিকার। কৌশলটির আরও লক্ষ্য হলো বৈষম্য হ্রাস, বিপন্ন জনগোষ্ঠীসহ সকলের জন্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ব্যবহারকারীর অধিকার, মালিকানা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। এ কারণে, হালনাগাদকৃত 'বাংলাদেশের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র ২০২০' অনুযায়ী দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী বজায় রাখার বিষয়টিতে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। এ কৌশলটির কৌশলগত দিকনির্দেশনাগুলো নিম্নরূপঃ

১. দুর্গম এলাকার জন্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা-এর প্রয়োজনীয়তা এবং নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনী ব্যয়কে হিসেবে রেখে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ সেবা ব্যয় পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা;

২. সকল পাইপযুক্ত পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে (২০২৫ সালের মধ্যে, তবে পাঁচ বছরের বেশি নয়) পুনরুদ্ধার করা;

৩. মূলধন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের উৎস হিসেবে পাইপযুক্ত পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবার জন্য শুল্ক এবং নর্দমা ও বর্জ্য অপসারণ সেবার জন্য কর ব্যবস্থা আরোপ করা;

৪. অতিদরিদ্র, বয়স্ক ও বিপন্ন মানুষদের পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা ও ভর্তুকির জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৫. পাইপযুক্ত পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য শ্রেণিভিত্তিক/প্রগতিশীল শুল্কহার প্রবর্তন এবং দরিদ্রদের জন্য এসডিজি সোপানে বর্ণিত মৌলিক সেবা নিশ্চিতকরণে একটি প্রান্তিক শুল্কহার নির্ধারণ;

৬. যৌথভাবে ব্যবহৃত পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাসমূহের মূলধনী ব্যয় ভাগাভাগি এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য দরিদ্র ও অদরিদ্র ব্যবহারকারীদের মধ্যে পারস্পরিক ভর্তুকি ব্যবস্থা অনুমোদন করা। তবে এ ধরনের পারস্পরিক ভর্তুকির পরিমাণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতা দলই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

৭. ব্যবহারকারীগণ সকল ধরনের নন-পাইপড্ পানীয় জল সরবরাহ ও অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার নির্মাণ বা স্থাপন শেষে তা হস্তান্তরের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সেগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ ব্যয় বহন করবেন;

৮. বিপন্ন জনগোষ্ঠী, দুর্গম ও আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকা এবং যেসব এলাকায় প্রযুক্তির ব্যয় বহন জনগণের সাধ্যাতীত, সেখানে প্রয়োজনে মূলধনী ব্যয়েও ভর্তুকির যোগান দেয়া;

৯. দক্ষ পরিচালনা ও ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্ভাবনী অর্থায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন এবং বেসরকারি সেক্টরের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা;

১০. গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি) এর মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ের টেকসই প্রযুক্তি (স্বল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং স্বল্প প্রাথমিক ব্যয়) এবং সেবা পদ্ধতির উন্নয়ন;

১১. বস্তিবাসী ও বিপন্ন মানুষের জন্য ব্যয় পুনরুদ্ধার পদ্ধতিকে উৎসাহ প্রদান করা।

কৌশল ১৬: প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও অবস্থান পুনঃনির্ধারণ এবং মানব ও আর্থিক সক্ষমতার বিকাশ

নিম্নবর্ণিত কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ, পরিবেশগত, সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত এ তিনটি স্তরে পদক্ষেপ গ্রহণসহ সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করার উদ্দেশ্যে প্রণীত। পরিবেশগত স্তরটি সক্ষম করার কারণগুলোকে সংজ্ঞায়িত করেছে (যেমনঃ আইন, প্রবিধি, নীতি, কৌশল, নির্দেশিকা ও অ্যাডভোকেসি)। সাংগঠনিক স্তরটিতে এমন বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো একটি সংস্থার কর্মসম্পাদনকে প্রভাবিত করতে পারে (যেমনঃ ভৌত সম্পদ, মূলধন, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া, প্রণোদনা ও পুরস্কার প্রদান পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব)। ব্যক্তিগত স্তরটি ব্যক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করেছে (যেমনঃ শিক্ষা, অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা) এবং এটিকে মানবসম্পদ উন্নয়ন হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়।

পরিবেশগত

১. স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন আইনের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ, পানির শুল্ক নির্ধারণ এবং জলাশয়েরর সীমানা নির্ধারণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মত বিষয়গুলোতে আরও বেশি প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা;

২. ওয়াশ সম্পর্কিত সেক্টর দলিলাদি, যেমনঃ আইন-কানুন, কৌশল ও নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রয়োগে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য জোরদার করা;

৩. পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের জন্য একটি রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা এবং বাংলাদেশ পানীয় জল সেবা আইন পাসের উদ্যোগ নেয়া।

সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত

৪. ওয়াশ সংক্রান্ত সেবার বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা এবং প্রয়োজনে হালনাগাদ করা;

৫. সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান, নীতি, কৌশল, ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা;

৬. সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো চুক্তি অনুসারে ওয়াসাসমূহের জন্য প্রণীত পলিসি ম্যাট্রিক্স বাস্তবায়ন করা;

৭. নগর সাব-সেক্টরে অধিক সহায়তা প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি), ভূ-গর্ভস্থ পানীয় জল পরিবীক্ষণ, পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও নজরদারী, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন এবং কমিউনিটি ও দুঃস্থ/বিপন্ন জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ণের মত সামাজিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বর্ধিত এবং বাড়তি ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব পালনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর পুনর্গঠন করা;

৮. একটি বিস্তৃত মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা, রসদ/উপকরণ, উন্নত পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও নির্দেশিকার ভিত্তিতে বাড়তি দায়িত্ব পালনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদার করা;

৯. অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি (ক) কর্মচারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, (খ) পানীয় জল সরবরাহ শাখা (ডব্লিউএসএস)-এর জন্য পৃথক হিসাব বা একাউন্টস সংরক্ষণ, (গ) উপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা এবং (ঘ) বিভিন্ন নিয়ম ও প্রবিধান কার্যকরী করার জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পানীয় জল সরবরাহ শাখার সামর্থ্য বৃদ্ধি করা;

১০. সেবা ব্যবস্থায় গ্রাহক সন্তুষ্টিকে গুরুত্ব দেয়া এবং সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করা;

১১. সরকারি সংস্থা, এনজিও এবং বেসরকারি খাতের সমন্বয়সহ সকল ওয়াশ সেবার গুণগতমান নিশ্চিত করতে বিধিবিধান অনুসরণ, পরিবীক্ষণ ও দলিলাদি সংরক্ষণের কাজে ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ও মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করা;

১২. যেখানে প্রয়োজন, এনজিওদের সহায়তায় গ্রামভিত্তিক বা শহরে মহল্লাভিত্তিক কমিটি গঠন করা এবং প্রচলিত কমিটিসমূহ, যেমনঃ ওয়ার্ডভিত্তিক সমন্বয় কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) ও শহরভিত্তিক সমন্বয় কমিটি'র (টিএলসিসি) মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা যাতে করে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত হয়;

১৩. প্রত্যেক অর্থবছরের বাজেট কলের পরে কৌশলগত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন এবং উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এলজিডি'র বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব দাখিল নিশ্চিতকরণ এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এলজিডি তা অনুমোদন করবে।

কৌশল ১৭: সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া বৃদ্ধিকরণ

সেক্টরটি তার লক্ষ্য অর্জনে সঠিকপথেই চলছে কিনা তা যাচাই করার জন্য একটি জোরালো সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও তার বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সার্বিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন, কর্মসম্পাদন দক্ষতা (পারফরমেন্স) যাচাই, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সৃজন এবং সেক্টরের ভিতরে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে।

পলিসি সার্পোট অধিশাখা (পিএসবি), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ ইতোমধ্যেই সেক্টরের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। নিম্নবর্ণিত কৌশলগত দিকনির্দেশনাসমূহ এ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে এবং আরও বেগবান করতে সহায়তা করবে:

১. পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণের সমন্বয়ে ওয়াশ বিষয়ে সচিব কমিটি গঠনের মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা;

২. জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম এবং এর দু'টি কমিটি, যেমন: (ক) পলিসি ও পরিবীক্ষণ সহায়তা কমিটি এবং (খ) কারিগরি সহায়তা কমিটি'র কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

৩. স্থানীয় পর্যায়ে যেসকল কমিটির কাজ একইরকম বা দ্বৈততাপূর্ণ, তাদেরকে একীভূত (স্ট্রিমলাইন) করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের আর্সেনিক নিরসন কমিটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের নলকূপের স্থান নির্বাচন কমিটি, ওয়াটসান কমিটি অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদের ওয়াশ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে একীভূত করা;

৪. জেএমপি ও এসডিপি পরিবীক্ষণ সূচকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একই ধরনের কতগুলো সাধারণ প্রধান সূচকের ভিত্তিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত সেক্টরের বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যসম্পাদন দক্ষতা পর্যবেক্ষণের জন্য সমন্বয় ও পরিবীক্ষণসহ প্রতিবেদন প্রেরণ ও মতামত আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

৫. নীতি ও পরিবীক্ষণ সহায়তা (পলিসি অ্যাণ্ড মনিটরিং সাপোর্ট) কমিটি এবং কারিগরি সহায়তা (টেকনিক্যাল সাপোর্ট) কমিটির অধীনে এসডিপি'র বিষয়ভিত্তিক (থিমেটিক) গ্রুপগুলোর মাধ্যমে কাজ করা; জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে স্থাপিত পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (নামিস)-কে শক্তিশালী করা এবং এসডিজির জন্য সমন্বিত সূচকের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট বিভিন্ন পরিবীক্ষণ পদ্ধতিসমূহকে একীভূত করা;

৬. আঞ্চলিক সহযোগিতা, জ্ঞান বিনিময়, কারিগরি উদ্ভাবন ও সাউথ এশিয়া কনফারেন্স অন স্যানিটেশন (স্যাকোসান) এর মত উদ্যোগসমূহের প্রসার করা;

৭. জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম (জেএমপি) এবং গ্লোবাল অ্যানালাইসিস অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট অব স্যানিটেশন অ্যান্ড ড্রিংকিং ওয়াটার-এর মত বৈশ্বিক পরিবীক্ষণ পদ্ধতিসমূহ এবং মুক্ত তথ্য পরিবীক্ষণ প্লাটফর্ম ও স্মার্ট ফোনভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তির মত দেশিয় উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগসমূহকে সমর্থন প্রদান করা;

৮. ওয়াশ সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) এসডিজি সেলের সাথে নিয়মিত সমন্বয় ও মতামত বিনিময়ের কৌশল প্রতিষ্ঠা করা;

৯. ওয়াশ সেক্টরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে পানীয় সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ ও পানীয় জলের ব্যবহার সম্পর্কে তাদের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

অধ্যায় ৩

৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর সিনিয়র সচিবকে সভাপতি করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং অপরাপর বহিঃসহায়তাকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম গঠিত হয়েছে। এ ফোরামটি সেক্টরের কর্মকান্ডের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ফোরামকে সহায়তার জন্য দু'টি কমিটি রয়েছে। এগুলো হলো, (ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ)-এর সভাপতিত্বে নীতি ও পরিবীক্ষণ সহায়তা (পলিসি অ্যাণ্ড মনিটরিং সাপোর্ট) কমিটি (পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা এ কমিটির সচিবালয় হিসেবে কাজ করে) এবং (খ) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর সভাপতিত্বে কারিগরি সহায়তা (টেকনিক্যাল সাপোর্ট) কমিটি। সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি)-এর বিধান অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন করা হবে এবং বিদ্যমান ৮টি বিষয়ভিত্তিক (থিমেটিক) গ্রুপকে শক্তিশালী করা হবে। এছাড়াও লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (এলসিজি)-এর অধীন পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সাব-গ্রুপটি হচ্ছে বহিঃসহায়ক সংস্থাসমূহের একটি প্লাটফর্ম, যা প্রয়োজনে উপরোক্ত কমিটি দু'টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনার (এসডিপি) বাস্তবায়নসহ নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন এবং সেক্টরের কার্যক্রম সমন্বয় ও মনিটরিং-এ সহায়তা প্রদানের জন্য পলিসি সার্পোট অধিশাখা (পিএসবি)-কে সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করেছে। যা আলোচ্য জাতীয় কৌশলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। স্থানীয় সরকার বিভাগ মুখ্য সংস্থা হিসেবে সেক্টরের অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা জাতীয় ফোরামের অধীন উল্লিখিত দু'টি কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে এ কাজে যুক্ত করবে। সুনির্দিষ্ট কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ফোরাম নতুন থিমেটিক গ্রুপ গঠন করতে পারে অথবা বিদ্যমান যেকোনো গ্রুপকেও কোন নির্দিষ্ট কৌশল বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রদান করতে পারে। পিএসবি থিমেটিক গ্রুপগুলিকে নিম্নবর্ণিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা সহায়তা দিতে পারে এবং এগুলোর মাইলফলকগুলিকে মনিটরিং কর্মকান্ডের নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

সেক্টর প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জাতীয় কৌশলপত্রের সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ বাস্তবায়ন করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় ওয়াশ বিষয়ক নিজ নিজ স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলিকে জাতীয় এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। বেসরকারি খাত ও এনজিওসমূহকে স্ব স্ব কার্যক্রম জাতীয় কৌশলপত্রের আলোকে পুনর্বিন্যাস করতে উৎসাহিত করা হবে।

৩.২ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

জাতীয় কৌশলপত্রটির বাস্তবায়ন পরিকল্পনা টেবিল ১ এ উপস্থাপিত হয়েছে। মুখ্য বাস্তবায়নকারী ও অংশীদারি সংস্থাসমূহ তালিকাভুক্ত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মাইলফলকগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অর্জন করতে হবে।

টেবিল ১: জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
বিষয়ভিত্তিক কৌশল (থিম) ১: ওয়াশ সেবার পরিধি (কভারেজ) বাড়ানো এবং মানোন্নয়ন			
১. নিরাপদ ও ব্যয়সাশ্রয়ী পানীয় জল ও স্যানিটেশন সুবিধায় অভিগম্যতা বাড়ানো	স্থানীয় সরকার বিভাগ	পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	- পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ২০২৩ সালের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান, যার মধ্যে সংশোধিত পানীয় জলের মানদণ্ড এবং সেক্টর সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি, যেমন: ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড, পয়ঃ (স্যুয়েজ) ও শিল্পবর্জ্য পরিশোধন স্থাপনাসমূহের মানদন্ডসহ সংশোধিত উৎসমুখের নির্গমন স্থলের মানদন্ড (পয়েন্ট সোর্সের ডিসচার্জ স্ট্যান্ডার্ড) নির্ধারণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস সুরক্ষা ও সংরক্ষণের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পরিবেশ অধিদপ্তর	- ২০২২ সালের মধ্যে পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ প্রটোকল এর বাস্তবায়ন শুরু; - ২০২৪ সালের মধ্যে অংশীজনদের সমন্বয়ের মাধ্যমে এসডিজি সূচক ব্যবহার করে ওয়াশ সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি পরীবিক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত পুনঃমূল্যায়নের জন্য ফিডব্যাক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা; - ২০২৪ সালের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসসমূহ, যেমন: ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উত্তোলনস্থল, পরিশোধন স্থাপনার নিয়ন্ত্রণস্থল ও মুখ্য বিতরণ ব্যবস্থা, পাইপবিহীন পানির উৎস ও উৎপাদন নলকূপ, দূষণ ঝুঁকি নিরূপণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ; - ২০২৪ সালের মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর, এনজিও ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়সহ পানীয় জলের নিরাপত্তা পরিকল্পনা (ডব্লিউএসপি) তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকল্পে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানীয় জলের গুণগত মান পরিবীক্ষণ ও নজরদারি সার্কেলকে শক্তিশালীকরণ; - ২০২৪ সালের মধ্যে ১০০টি সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা এবং ৫০টি গ্রামের পাইপবাহিত পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থায় পানীয় জলের নিরাপত্তা পরিকল্পনা (ডব্লিউএসপি) এবং গুণগত মান নজরদারি অন্তর্ভুক্তকরণ।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৪ সালের মধ্যে নিরাপদ পানি পরিকল্পনা (ডব্লিউএসপি)-এর জন্য বিস্তারিত পরিচালনা পদ্ধতি প্রস্তুত করা এবং ২০২৪ সালের মধ্যে পানি ব্যবহারকারীদের দূষণ পয়েন্ট ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা;

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
			- ২০২৪ সালের মধ্যে পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা এবং অন্যান্য সেবাদানকারী সংস্থার পানীয় জলের নিরাপত্তা পরিকল্পনা (ডব্লিউএসপি) এর মূল্যায়ন; - ২০২৪ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিএইচএসের অ-সংক্রামক রোগের তথ্যভাণ্ডারে (ডাটাবেজ) আর্সেনিকোসিসের প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ; - ২০২৪ সালের মধ্যে নিরাপদ এবং টেকসই পানীয় জল ও স্যানিটেশন সেবা এবং এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সমন্বিত আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ কৌশল প্রতিষ্ঠাকরণ।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৪ সালের মধ্যে পানীয় জলের গুণগত মান পরিবীক্ষন ও নজরদারি ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যকর করা।
২. আর্সেনিক নিরসনে অগ্রাধিকার প্রদান	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৪ সালের মধ্যে আর্সেনিক সমস্যাকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের জন্য আর্সেনিক নিরসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	এনজিও	- ২০২৪ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক সেল এর কর্মপরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক আর্সেনিক নিরসন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিক আর্সেনিক আক্রান্ত ইউনিয়নে চলমান আর্সেনিক পরীক্ষার (স্ক্রিনিং) ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৪ সালের মধ্যে সরকারি সংস্থা, এনজিও ও বেসরকারি খাত কর্তৃক হস্তচালিত নলকূপ বা উৎপাদন কূপ নির্মাণ, পানির গুণাগুণ পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্রমবর্ধমান সম্পদ সমাবেশীকরণ প্রটোকল তৈরি; - ২০২৪ সালের মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আর্সেনিক আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ; - ২০২২ সালের মধ্যে সকল সম্ভাব্য আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ।

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
			- ২০২৪ সালের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসভিত্তিক উন্নয়ন নির্ভরতা হ্রাসক্রমে পাইপের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করা; - ২০২৪ সালের মধ্যে আর্সেনিক বিষয়ক তথ্যভান্ডারের উন্নয়নক্রমে তা নিয়মিত হালনাগাদের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা; - ২০২৪ সালের মধ্যে বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের প্রযুক্তি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ; - ২০২২ সালের মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-ইউনিসেফ আর্সেনিক নিরাপদ ইউনিয়ন প্রটোকল/ধারণা প্রসার; - ২০২২ সালের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ পানীয় জলের প্রটোকল প্রণয়ন।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২২ সালের মধ্যে আর্সেনিক-এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা কমিয়ে ১০ মাইক্রোগ্রাম/লিটার-এ হ্রাস সম্পর্কিত গবেষণা শুরু করা; - ২০২২ সালের মধ্যে আর্সেনিক-এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা কমালে তার প্রতিক্রিয়া বিষয়ে ধারণাপত্র (কনসেপ্ট নোট) স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ; - ২০২২ সালের মধ্যে সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক আর্সেনিক নিরসন প্রযুক্তি হালনাগাদ এবং এর আনুপাতিক হার বাড়ানো; - আর্সেনিক ঝুঁকি বিষয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
৩. নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত (সেইফলি ম্যানেজড) স্যানিটেশন সোপানের উপরিধাপে অগ্রসর হওয়া	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	- ২০২২ সালের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্যানিটেশন সংক্রান্ত এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত বিধানের পরিপত্র জারি করা।

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ১০০% স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য স্যানিটেশন জরিপের ২০২২ সালের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে দাখিল করা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৩ সালের মধ্যে এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগীদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্যানিটেশন বিপণনসহ এর উন্নয়ন কর্মসূচি স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। - ২০২৫ সালের মধ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচির উন্নয়ন ও বাস্তবায়নঃ ■ পল্লী অঞ্চলে ৪৫ লক্ষ এবং শহরাঞ্চলে ১২ লক্ষ উন্নত স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন; ■ সচেতনতা তৈরির জন্য সামাজিক আন্দোলন; ■ জনপরিবহন কেন্দ্রের পাশাপাশি জনসমাগম স্থানে গণশৌচাগারসহ অন্যান্য স্যানিটেশন সুবিধা স্থাপন; - ২০২৩ সালের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও পরিশোধন সুবিধাসহ নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন প্রযুক্তিসমূহের উন্নয়ন।
৪. পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাকরণ	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, আইটিএন-বুয়েট এবং এনজিও	- ২০২২ সালের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	ওয়াসা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২২ সালের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংস্লিষ্ট অংশীজনদের দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ; - ২০২২ সালের মধ্যে স্ব-স্থানে (ইন-সিটু) কম্পোস্টিং, পুনঃচক্রায়ন এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য ডাবল পিট ল্যাট্রিন এর পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করা; - ২০২২ সালের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পন্থা হিসেবে নিরাপদ স্যানিটেশন পরিকল্পনা (এসএসপি) চালু করা।
	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ওয়াসাসমূহ	- ২০২২ এর মধ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেপটিক ট্যাংক ও গর্ত পায়খানা পরিষ্কারসহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপ-আইন বা প্রবিধানমালা প্রস্তুতকরণ।
	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ওয়াসা	স্থানীয় সরকার বিভাগ, ডিপিএইচই ও এলজিইডি	- ২০২১-২০২৫ এবং ২০২৫-২০৩০ সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য পদ্ধতি (স্যুয়ারেজ সিস্টেম) হালনাগাদ করা।
৫. কঠিন বর্জ্যের বিধিসম্মত ব্যবস্থাপনা	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	- সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে ৩ আর (হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন) এর উপাদান অন্তর্ভুক্তিক্রমে ২০২২ সালের মধ্যে উন্নত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের উপর অবস্থান পত্র (পজিশন পেপার) প্রস্তুত করা।
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	- ২০২২ সালের মধ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসহ নগর স্যানিটেশনের লক্ষ্যে ডিপিএইচই, এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় প্রক্রিয়া চালু; - সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান শুরু করা এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রাখা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর	- ২০২২ সালের মধ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা চিত্র প্রণয়নের জন্য তালিকা প্রস্তুত ও ম্যাপিং শুরু করা; - ২০২৩ সালের মধ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবহারসহ চলমান দূষণ হার সম্পর্কিত চিত্রের উন্নয়ন; - ২০২২ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সেক্টরে গৃহিত প্রকল্পে ৩ আর (থ্রিআর) নীতি বাস্তবায়নের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; - ২০২৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৫০% পৌরসভায় সমন্বিত বর্জ্য শোধনাগার সুবিধা স্থাপন।

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর	- ২০২৪ সালের মধ্যে বড় শহরগুলোতে অথবা পরস্পর-নিকটবর্তী কয়েকটি শহরের জন্য গুচ্ছ কেন্দ্রভিত্তিক বর্জ্য দহন প্রক্রিয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধারণাটি পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ; - ২০২২ সালের মধ্যে বর্জ্যকে শক্তিতে রূপান্তরের সুযোগ অন্বেষণ।
৬. উন্নত স্বাস্থ্যবিধি (হাইজিন) প্রসারে উৎসাহ প্রদান	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ওয়াসাসমূহ ও এনজিও	- পানীয় জলের নিরাপত্তা পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যবিধির উৎসাহ প্রদান, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধাদির সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ২০২২ সালের মধ্যে ওয়াশ বিষয়ক প্রচারণার জন্য সমন্বিত তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) নির্দেশিকা প্রণয়ন; - ২০২২ সালের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন; - ২০২৫ সালের মধ্যে জনসমাগম স্থান ও যানবাহন কেন্দ্রে নারী-পুরুষ ও প্রতিবন্ধীবান্ধব গণশৌচাগারসহ অন্যান্য স্যানিটেশন সুবিধা স্থাপন; - ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় হাত ধোয়ার সুবিধা স্থাপন এবং এগুলোর কার্যকারিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা; - ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র ও এলআইসি-তে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা সুবিধা স্থাপন; - ২০২৩ সালের মধ্যে আইইসি নির্দেশিকা মূল ধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ (মেইনস্ট্রিমড)।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৫ সালের মধ্যে আচরণ পরিবর্তনমূলক যোগাযোগকে প্রাধান্য দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি বিশেষত মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন; - নিরাপদভাবে সংগ্রহ থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দিয়ে ২০২৫ সালের মধ্যে পানীয় জলের সুরক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন; - ২০২২ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় করা; - ২০২২ সালের মধ্যে গণমাধ্যমের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশনকে উৎসাহ প্রদানের জন্য জাতীয় প্রচারাভিযান শুরু।

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
৭. দুর্গম এলাকা ও নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৪ সালের মধ্যে দুর্গম অঞ্চল ও বিপন্ন/নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি, সামাজিক ও আর্থিক দিকগুলোসহ নির্দেশিকা ও কৌশল প্রস্তুত করা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ওয়াসা	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৩ সালের মধ্যে সকল দুর্গম অঞ্চল ও নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ করা; - ২০২৫ সালের মধ্যে উল্লিখিত অঞ্চলে পানি সরবরাহের সঠিক কর্মপরিকল্পনা (ইন্টারভেনশন) তৈরি ও বাস্তবায়ন করা; - ২০২৫ সালের মধ্যে ভূ-উপরিভাগের জলাধারগুলি খনন এবং পুকুর, খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ২০% ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস ব্যবহার; - ২০২৫ সালের মধ্যে উপকুলীয় অঞ্চলে পানি লবনাক্তমুক্তকরণ (ডিস্যালিনিশন) প্লান্ট স্থাপন এবং উপকুলীয় অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ/ভূপৃষ্ঠস্থ জলাধারসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ এবং এগুলোর কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নিশ্চিত করা।
	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগীগণ	- ২০২২ সাল হতে দুর্গম ও নাজুক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে ওয়াশ সমস্যা সমাধানের বিষয় আলোচনার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জাতীয় ফোরাম-এর নিয়মিত সভা আয়োজনে সহযোগিতা করা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২২ সালের মধ্যে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এর আনুপাতিক প্রসার; - ২০২৩ সালের মধ্যে জলবায়ু সহনশীল ও অভিযোজনকেন্দ্রিক প্রযুক্তিসমূহের উন্নয়ন ও এর আনুপাতিক প্রসার।
৮. নারী-পুরুষ সমতার ধারণাকে (জেন্ডার) মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	- ২০২৩ সালের মধ্যে মূল ধারায় জেন্ডার বিষয়টি সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত ওয়াশ বিষয়ক কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি; - ২০২২ সালের মধ্যে জেন্ডার প্রসারের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় প্রক্রিয়া প্রবর্তন।

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৫ সালের মধ্যে জেন্ডার বিশেষত নারীদের মূলধারায় পূর্ণ অংশগ্রহণকে সুসংহত করার বিষয়টি বিদ্যমান ও নতুন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তকরণ।
৯. বেসরকারি সেক্টরের অংশগ্রহণকে সহজতরকরণ	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহ	- ২০২৩ সালের মধ্যে ওয়াশ বিষয়ক কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা; - ২০২২ সাল থেকে এবং পরবর্তীতেও বেসরকারি কোম্পানিমূহকে তাদের সিএসআর (কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি) কর্মসূচির মাধ্যমে সেক্টরে অবদান রাখতে উৎসাহিতকরণ ও সহযোগিতা প্রদান।
	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রাইভেট সেক্টর, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ও এনজিও	- ২০২৩ সালের মধ্যে এ খাতে বেসরকারি ব্যবসায়ের জন্য কারিগরি জ্ঞান, ব্যবসায়িক ও আর্থিক সহায়তা সম্বলিত নির্দেশিকাসমূহ (যেমন: গ্রামীণ এলাকায় পাইপবাহিত পানি সরবরাহ, নলকূপ খনন, পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, প্লাম্বিং, ল্যাট্রিন তৈরি ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রণয়ন।
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ, জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৩ সালের মধ্যে পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন, পানি সরবরাহ সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সরকারি (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ) ও বেসরকারি উভয় খাতের মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন; - ২০২৪ সালের মধ্যে সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি)-তে উল্লিখিত সম্পদ সমাবেশীকরণের ক্ষেত্রে প্রায় ৪৭% অর্থ- শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রসার; - ২০২৪ সালের মধ্যে পানি আইন ২০১৩, পানি বিধিমালা ২০১৮, বিভিন্ন স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ সহ অন্যান্য বিধিবিধানের সাথে সংগতি রেখে সেবার মান ও পরিবেশ

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
			সংরক্ষণের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের বিষয়টিতে সহায়তা করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ; - ২০২৩ সালের মধ্যে জন উপযোগমূলক (ইউটিলিটি) সেবা অথবা পরিবারভিত্তিক পরিশোধন প্রযুক্তিসমূহে বেসরকারি খাতের ভূমিকা চিহ্নিত করতে সেমিনার আয়োজন; - ২০২৩ সালের মধ্যে প্রত্যেক বেসরকারি সংস্থায় মান নিশ্চিতকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যপদ্ধতি স্থাপন; - ২০২২ সাল থেকে পানি ও স্যানিটেশন খাতে কর্মরত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিবছর কর্মশালা আয়োজন করে অগ্রগতি অবহিত করাসহ সরকারি পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের ব্যাপারে বেসরকারি খাতকে জানানো।

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
বিষয়ভিত্তিক কৌশল (থিম) ২: সেক্টরের বিদ্যমান ও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা			
১০. সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পন্থা গ্রহণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এজেন্সিসমূহ	- ২০২২ সাল থেকে পানি আইন ২০১৩ ও পানি বিধিমালা ২০১৮ এর কাঠামোর অধীনে আইনের শর্তাবলি প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন ও বিজ্ঞপ্তি এবং বিদ্যমান ওয়াসা আইন ১৯৯৬, বিভিন্ন স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এবং অন্যান্য আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালা (যেমন: পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭; বাংলাদেশ জীববৈচিত্র আইন ২০১৭; বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১; চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা ২০০৮, ঝুঁকিপূর্ণ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৯) পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের বিষয়ে পানি সম্পদ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।
	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ	- ২০২৪ সালের মধ্যে পানি সরবরাহের জন্য ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহার ও কৃত্রিম উপায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ বা রিচার্জ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা।
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ, সিটি কর্পোরেশনসমূহ	- ২০২২ সালের মধ্যে বিভিন্ন সংস্থা, যেমন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহার সংক্রান্ত সমন্বয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা।
১১. ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ সমস্যা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ ও নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৩ সালের মধ্যে উন্নত পরিচালনা ও সংরক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পানিসম্পদ সংরক্ষণ ও গ্রাহক সেবাসম্বলিত শহর এলাকার জন্য পরিচালনা দক্ষতা অর্জন কর্মসূচি বিষয়ক প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ; - ২০২৩ সালের মধ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও অবকাঠামোর সুবিধা রেখে শহর এলাকার প্রথম পর্যায়ের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান) তৈরি।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা ও নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৩ সালের মধ্যে সকল ওয়াসা ও নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আলাদা কর্মপন্থা ও কর্মসূচি গ্রহণ;

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
			- ২০২৪ সালের মধ্যে সকল নগর পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পানির মিটার প্রবর্তন করা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ওয়াসাসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৪ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও ওয়াসা কর্তৃক এলাকাভিত্তিক মিটারিং ব্যবস্থা (ডিএমএ) প্রতিষ্ঠা এবং নগরাঞ্চলে ড্রেজিং ব্যবস্থাসহ উদ্ভাবনীমূলক ও উন্নত পদ্ধতি, যেমন: স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির প্রবর্তন করা।
	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৪ সালের মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরকে যুক্ত করে উৎসেই কঠিন বর্জ্যে পৃথকীকরণ ও ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রচারণামূলক কর্মসূচি পরিচালনা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপ-আইন হালনাগাদ/সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।
	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৩ সালের মধ্যে সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে উপকারভোগীদের প্রয়োজন বিবেচনা এবং তাদের অভিযোগ সমাধান করতে একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) প্রতিষ্ঠা করা।
১২. দুর্যোগ মোকাবেলা করা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলা এবং পরিবেশ সুরক্ষা	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৩ সালের মধ্যে এ খাতটির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক (এলজিডি) সম্পূরক এসওডি জারীকরণ, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়সহ যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে, সেগুলো হলো: বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য, বর্ধিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের বিষয়সমূহ; - ২০২৩ সালের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক নতুন ইউনিট স্থাপন করা অথবা এ সকল দায়িত্ব বিদ্যমান এজেন্সি/প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের সরকারি আদেশ জারি করা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৩ সালের মধ্যে গবেষণা, যাচাই ও পরীক্ষা (পাইলট), জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো, সেক্টর প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের নিকট দাখিল; - ২০২৩ সালের মধ্যে দুর্যোগ প্রবণ ও নাজুক এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবর্তনশীলতার সমস্যা মোকাবেলার জন্য এন্ট্রি পয়েন্ট হিসেবে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারসহ জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা; - ২০২৩ সালের মধ্যে চরম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কিছু সহনশীল পানি সরবরাহের উৎস প্রতিষ্ঠা করা, যা জরুরি

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
			সময়ে জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারে।
	সকল ওয়াসা	পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৩ সালের মধ্যে বড় শহরগুলোর আশে-পাশে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উৎস সুরক্ষার জন্য সুসমন্বিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৪ সালের মধ্যে সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা, নারী পুরুষ সমতা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, সচেতনতা তৈরি ও অ্যাডভোকেসি প্রভৃতির জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে একটি পৃথক সামাজিক উন্নয়ন সেল প্রতিষ্ঠা করা।
১৩. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	- ২০২৪ সালের মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য পৃথক তহবিল সৃষ্টি।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৩ সালের মধ্যে সকল ওয়াসা ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা; - ২০২৩ সালের মধ্যে নিরাপদ প্রযুক্তি, পানি সরবরাহ চেইনের সুরক্ষা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রায়োগিক গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন এবং ২০২৩ সালের পরেও তা চলমান রাখা।
	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৩ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষাবিদগণের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা; - ২০২২ সালের মধ্যে দক্ষিণ-দক্ষিণ-এর মধ্যে সহযোগিতা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োগযোগ্যতা, স্থানীয়করণ/প্রাসঙ্গিককরণ ও স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি।

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
বিষয়ভিত্তিক কৌশল (থিম) ৩: সেক্টরের সুশাসন, সমন্বয়, নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ			
১৪. সমন্বিত ও জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন পন্থা অবলম্বন	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৩ সালের মধ্যে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতি পরিচালনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদার পাশাপাশি কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন সূচকের ভিত্তিতে সরকারি উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ প্রদান; - ২০২৩ সালের মধ্যে ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পন্থা ও নির্দেশিকা তৈরির মাধ্যমে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল চালু করা; - ২০২৩ সালের মধ্যে জরুরি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ওয়াশ সেবার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ বিষয়ক নির্দেশিকা তৈরি করা।
	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশনসমূহ এবং ওয়াসা	- ২০২৪ সালের মধ্যে খাত-বিস্তৃত পন্থাকে (সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ, সোয়াপ) ধীরে ধীরে সহজতর করার জন্য এসডিপি থিমেটিক গ্রুপগুলোকে শক্তিশালী এবং পরিচালনাক্ষম করা এবং ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশনসমূহে ও গ্রামীণ সাব-সেক্টরের জন্য আর্সেনিক নিরাপদ ইউনিয়ন ধারণা এবং সাব-সেক্টর সোয়াপ এ্যাপ্রোচ এর মত সমন্বিত এ্যাপ্রোচ গ্রহণ ।
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৪ সালের মধ্যে অধিকতর জনঅবহিতকরণ বা জনসমক্ষে তথ্য প্রকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপ, যথা: বিভিন্ন প্রকল্প ও তার বিভিন্ন খাতে তহবিল বরাদ্দ, পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য ভর্তুকি বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যাদি নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট এবং অন্য কোন সুবিধাজনক পন্থা সম্বলিত নির্দেশিকা প্রণয়ন; - ২০২৩ সালের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ওয়াশ ও স্কুল ওয়াশ কার্যক্রম একত্রীকরণ, পাশাপাশি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নত করার জন্য পরীক্ষণ নির্দেশিকা (ভেটিং গাইডলাইন) হালনাগাদকরণ; - ২০২৪ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ও ওয়াশ সেক্টরের কারিগরি পরামর্শে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে ওয়াশ সেবার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
১৫. দরিদ্রদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী বজায় রেখে সেবা মূল্য পুনরুদ্ধার	ওয়াসাসমূহ	সিটি কর্পোরেশনসমূহ	- ২০২৩ সালের মধ্যে সকল ওয়াসায় পানি সরবরাহ খাতে প্রগতিশীল হারে শুল্ক ব্যবস্থা (প্রগ্রেসিভ ট্যারিফ) চালু করা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২৩ সালের মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্যারিফ এর প্রাপ্তি থেকে বিভিন্ন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা-সুবিধায় বরাদ্দ প্রদান যুক্তিসংগত করার প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে পেশ করা; - ২০২৪ সালের মধ্যে দক্ষভাবে কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য বেসরকারি খাতকে যুক্ত করার পাশাপাশি উদ্ভাবনীমূলক অর্থায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; - ২০২৪ সালের মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্পব্যয়ী টেকসই প্রযুক্তি ও সেবা পদ্ধতি উদ্ভাবন; - ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলপত্র, ২০২০ অনুসরণে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে (আরএন্ডডি) বস্তি ও নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যয় পুনরুদ্ধার পদ্ধতির উন্নয়ন; - ২০২৩ সালের মধ্যে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে মূলধন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পুনরুদ্ধারের সময়সূচি স্থানীয় সরকার বিভাগে পেশ করা; - ২০২২ সালের মধ্যে নাজুক জনগোষ্ঠী এবং দুর্গম ও অতিমাত্রায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি-প্রবণ এলাকার জন্য ভর্তুকি প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থানীয় সরকার বিভাগে পেশ।
১৬. প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও অবস্থান পুনঃনির্ধারণ এবং মানব ও আর্থিক সক্ষমতার বিকাশ	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশনসমূহ এবং ওয়াসাসমূহ	- ২০২২ সালের মধ্যে জাতীয় কৌশলপত্রের বাস্তবায়নে এর বিভিন্ন অংশে এবং অন্যান্য সেক্টর দলিলপত্রে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জাতীয় ফোরাম এর অধীন বিভিন্ন থিমেটিক গ্রুপ ও দু'টি কমিটির জন্য ভূমিকা ও দায়িত্ব-কর্তব্য সুস্পষ্টকরণ।
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২৩ সালের মধ্যে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন আইন অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ, পানির শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ, জলাশয় চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি; - ২০২২ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি সেল এর সাথে ওয়াশ সম্পর্কিত নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বিষয়ে নিয়মিত সমন্বয় ও প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি প্রণয়ন; - ২০২৩ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কর্তৃক পানি পয়েন্ট স্থাপন ও পানি ব্যবহারের উপর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
			সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্বারা প্রতিবেদন প্রস্তুত শুরু করা; - সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কৌশলগত দিক বাস্তবায়ন ও মাইলফলক অর্জনের জন্য প্রতি অর্থবছরের বাজেট প্রস্তুতকালীন স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পর্যাপ্ত বাজেট প্রস্তাব জমা দেবে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুমোদন প্রদান করবে। ২০২২-২৩ অর্থ বছর থেকে এ বিষয়টি শুরু করা হবে।
	ওয়াসাসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২২ থেকে শুরু করে প্রতি ছয়মাস বা এক বছর অন্তর ওয়াসা সম্পর্কিত পলিসি ম্যাট্রিক্স বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা এবং এ কার্যক্রমটি পরবর্তীতেও চলমান রাখা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২২ সালের মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অভ্যন্তরে স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট কার্যকর করা; - ২০২২ সালের মধ্যে ডিপিএইচই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবেশ নিরীক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা তৈরি করা; - ২০২২ সালের মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পুনর্গঠন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণাপত্র স্থানীয় সরকার বিভাগে পেশ করা।
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	- ২০২৩ সালের মধ্যে সরকার কর্তৃক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত জনবল কাঠামো অনুমোদন করা।
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	- ২০২২ সালের মধ্যে সেক্টর সক্ষমতা তৈরির (৫ বৎসর-ফেজ-১) প্রস্তাবনা/প্রকল্প স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা।
	ওয়াসা এবং নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	- ২০২২ সালের মধ্যে সকল ওয়াসা ও শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য ওয়ান-স্টপ গ্রাহক সেবা কেন্দ্র স্থাপন।
১৭. সমন্বয়, নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	- ২০২২ সালের মধ্যে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ওয়াশ স্থায়ী কমিটির সাথে বিভিন্ন কমিটির দ্বৈততামূলক কার্যক্রম পরিহারকল্পে প্রস্তাব প্রেরণ।

কৌশলসমূহ	মূল/প্রধান সংস্থা	সহযোগী সংস্থাসমূহ	মাইলফলক
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসাসমূহ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	- ২০২২ সালের মধ্যে জাতীয় পরিবীক্ষণ ও তথ্য পদ্ধতি (ন্যাশনাল মনিটরিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, নামিস) শক্তিশালীকরণ; - ২০২২ সালের মধ্যে এসডিপি'র আলোকে এসডিজি'র এবং অংশীজনদের ঐক্যমতের তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য ব্যবহৃত প্রধান পরিবীক্ষণ সূচক ও পদ্ধতি নির্ধারণ; - ২০২২ সালের মধ্যে একটি সাধারণ ফরম্যাটের বিভিন্ন অংশীজনের তথ্য-উপাত্ত অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নামিস ডাটাবেইজ সমৃদ্ধকরণ; - ২০২৩ সাল হতে সমৃদ্ধ তথ্যসহ বিশ্লেষণধর্মী সেক্টর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও অংশীজনদের মাঝে তা ছড়িয়ে দেওয়া; - ২০২৩ সালের মধ্যে জাতীয় পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন জরিপ সম্পাদন; - ২০২২ সালের মধ্যে এসডিজি ও সেক্টর পরিবীক্ষণ সূচকগুলোর মধ্যে সঙ্গতি বিধান করা।

সংযুক্তি ১: স্যানিটেশন ও পানীয় জল প্রযুক্তি শ্রেণির (ক্যাটাগরি) আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড)

এমআইসিএস, ২০১৯ প্রতিবেদন থেকে গৃহীত উন্নত এবং অনুন্নত স্যানিটেশন প্রযুক্তির ধরন (ক্যাটাগরি) নিম্নরূপঃ

উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা	অনুন্নত স্যানিটেশন সুবিধা
ফ্লাস/পুউর ফ্লাস (i. পাইপযুক্ত নর্দমা (স্যুয়ার) ব্যবস্থা, ii. সেপটিক ট্যাংক, iii. পিট (গর্ত) ল্যাট্রিন সিঙ্গেল পিট বা টুইন পিট উভয় ধরনেরই হতে পারে)	খোলা নর্দমা
ভেন্ট পাইপযুক্ত উন্নত পিট (গর্ত) ল্যাট্রিন	স্লাববিহীন পিট (গর্ত) ল্যাট্রিন / উন্মুক্ত পিট
স্লাবযুক্ত পিট (গর্ত) ল্যাট্রিন	ঝুলন্ত ল্যাট্রিন/ টয়লেট
কম্পোস্টিং টয়লেট	খোলা স্থানে মলত্যাগ (কোনো সুবিধা নেই, ঝোপঝাড় বা মাঠে মলত্যাগ)

এমআইসিএস, ২০১৯ প্রতিবেদন থেকে গৃহীত উন্নত এবং অনুন্নত পানীয় জলের প্রযুক্তির ধরন (ক্যাটাগরি) নিম্নরূপঃ

উন্নত পানীয় জলের উৎসসমূহ	অনুন্নত পানীয় জলের উৎসসমূহ
পাইপবাহিত পানি (i. বাসাবাড়ি বা বসবাসের স্থানে, ii. উঠানে/প্লটে, iii. প্রতিবেশীর নিকট, iv. পাবলিক ট্যাপ/ স্ট্যান্ড পাইপ)	অরক্ষিত কুপ
টিউবওয়েল/ বোরহোল	অরক্ষিত ঝর্ণা
সুরক্ষিত কুপ	ভূ-উপরিস্থ পানি
সুরক্ষিত ঝর্ণা	
বৃষ্টির পানি সংগ্রহ	
ছোট ট্যাঙ্ক যুক্ত গাড়ী (কার্ট)	
পানির কেবিন বা কিয়স্ক	
বোতলজাত পানি	
প্যাকেটজাত পানি	

সংযুক্তি ২ঃ জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণের জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহযোগীগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. মুহম্মদ ইবরাহিম, অতিরিক্ত সচিব, পানি সরবরাহ অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও চেয়ারপার্সন
২. রোকসানা কাদের, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩. মোঃ জহিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪. মোঃ আব্দুর রউফ, চেয়ারম্যান, বিজেএমসি, (প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৫. কাজী আশরাফ উদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৬. মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী, যুগ্মসচিব, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৭. মোঃ সাইফুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৮. ড. মোঃ মুজিবুর রহমান, অধ্যাপক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক
৯. ড. এম. আশরাফ আলী, সাবেক পরিচালক, আইটিএন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)
১০. ড. তানভীর আহমেদ, পরিচালক, আইটিএন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)
১১. মোঃ কামরুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা
১২. তুষার মোহন সাধু খাঁ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৩. এস. এম. ওয়াহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪. এ. কে. এম ইব্রাহিম, সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৫. মোঃ সাইফুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৬. আব্দুল মোন্নাফ, সাবেক প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল স্যানিটেশন প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৭. রবিন রায়হান আহমেদ, সাবেক সদস্য সচিব, স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৮. মোঃ গোলাম মুক্তাদির, প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প ও সদস্য সচিব, স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৯. এ. কে. এম রফিকুল ইসলাম, উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
২০. ডা. মোঃ শাহনেওয়াজ পারভেজ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনসিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২১. কামরুন নাহার, সহকারী পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
২২. ড. এ.কে.এম খলিলুর রহমান, সহকারী পরিচালক (পিএন্ডডি), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
২৩. জান্নাত-উল ফেরদৌস, উপপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
২৪. ড. তারিক বিন ইউসুফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
২৫. ড. মো. শরিফুল আলম, ওয়াশ সেক্টর স্পেশালিস্ট ও পরামর্শক
২৬. এস. এম এহতেশামূল হক, ন্যাশনাল ওয়াটার সাপ্লাই সেক্টর অ্যাডভাইজার, জাইকা
২৭. মোঃ মনিরুল আলম, ওয়াশ স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ বাংলাদেশ
২৮. শামসুল গফুর মাহমুদ, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
২৯. রোকেয়া আহমেদ, ওয়াটার অ্যাণ্ড স্যানিটেশন স্পেশালিস্ট, বিশ্বব্যাংক
৩০. মোঃ খায়রুল ইসলাম, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড দক্ষিণ এশিয়া
৩১. অলক মজুমদার, কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর, সিমাভী
৩২. এস. এম. এ. রশীদ, নির্বাহী পরিচালক, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ
৩৩. ডা. দিবালোক সিংহ, নির্বাহী পরিচালক, দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)
৩৪. ড. আবদুল্লাহ্ আল-মূয়ীদ, চীফ অপারেটিং অফিসার, সিডব্লিউআইএস-এফএসএম সাপোর্ট সেল, ডিপিএইচই
৩৫. পার্থ হেফাজ শেখ, ডিরেক্টর, পলিসি অ্যাণ্ড অ্যাডভোকেসি, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
৩৬. মো. সফিকুল ইসলাম, পলিসি অ্যাডভাইজার, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)
৩৭. রঞ্জন কুমার ঘোষ, অ্যাডভোকেসি স্পেশালিস্ট, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
৩৮. এস. এম. মনিরুজ্জামান, ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা
৩৯. হাসিন জাহান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ, সদস্য-সচিব